বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ০৫, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০, মে ২০২৩

১ মে
মহান
মে দিবস ও
আন্তর্জাতিক
শ্রমিক দিবস।

শ্রমজীবী মানুষের প্রতি
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা !

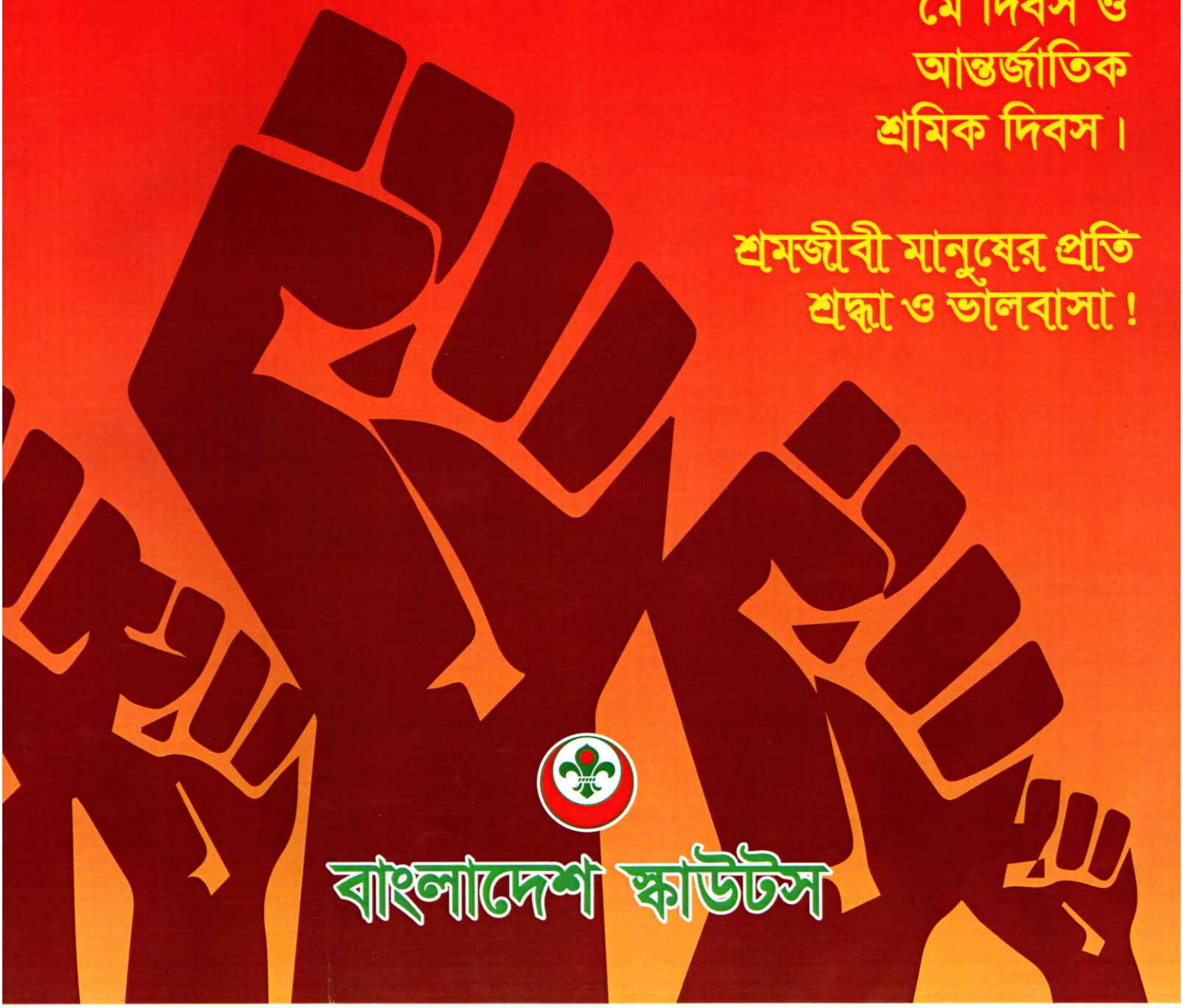

বাংলাদেশ স্কাউটস

SCOUT SHOP
BANGLADESH

স্কাউটস শপ, বাংলাদেশ স্কাউটস

- বাংলাদেশ স্কাউটসের সদর দফতরের নিচতলায় স্কাউট শপের অবস্থান।
- স্কাউট শপে স্কাউটিং সংক্রান্ত সকল পণ্য পাওয়া যায়।
- শপটি সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
- সরাসরি শপে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়।

যোগাযোগ

৩৪০৭০
০১৮২
৬৬০৭

scoutshopbs@gmail.com
Scout Shop – Bangladesh Scouts
https://www.facebook.com/scoutshopbd

ক তৈরিকৃত স্কাউটিং পণ্যসামগ্রি সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। এসব পণ্যের নকল করা, বিনা অনুমতিতে উৎপাদন কিংবা বাজারজাত করা আইনত দন্ডনীয়।

Editor: Md A
60, Anjuman Mu

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৭ ▪ সংখ্যা ৫
বৈষাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
মে ২০২৩

সম্পাদকীয়

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে মে দিবস এক স্মরণীয় অধ্যায় । আন্তর্জাতিক সংগ্রাম আর সৌভ্রাতৃত্বের দিন এটি । মে দিবস মানে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণি সংগ্রামের দিন, উৎসবের দিন, জাগরণের দিন, ঐক্যের দিন, সর্বোপরি শোষণমুক্তির অঙ্গীকার, ধনকুবেরদের ত্রাসমুক্তি ও দিন বদলের দিন ।

১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে দৈনিক আটঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের এই দিনে আমরা গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি ।

শ্রমিক আন্দোলনের এ গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণে রেখে এবারের অগ্রদূতের প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মূল রচনা প্রকাশিত হয়েছে ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন বিভাগের মে মাসের স্কাউটিং কার্যক্রমের সংবাদ সমকালীন দেশের স্কাউট সংবাদ ও প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ অগ্রদূত মে-২০২৩ সংখ্যা পাঠকমনকে আনন্দদান করবে বলে আমরা আশা করি ।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন !

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মো. আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মো. মহসিন
মো. মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মো. জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মো. আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো: ইব্রাহিম
ট্রিম কেয়ার

প্রিন্টিং অ্যান্ড প্রেস
সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-২২২২২২২২-৬
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১৫৩
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)

ই-মেইল
agradoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd
www.agradoot.com.bd

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	০১
সূচীপত্র	০২
বিশেষ প্রতিবেদন : দেশজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস পালিত	০৩
বিশেষ প্রতিবেদন : 'জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা' ২০২২ ও ২০২৩ এর পুরস্কার বিতরণ	০৪
প্রতিবেদন : রোভার অঞ্চলে জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত	০৬
প্রতিবেদন : পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি বিষয়ক ওয়ার্কশপ	০৭
ফিচার : স্কাউটিং এর মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ক কর্মশালা	০৮
ফিচার : ১লা মে-র মাহাত্ম্য	০৯
ফিচার : বঙ্গবন্ধু চেয়ার	১০
ফিচার : বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও বাংলাদেশ	১১
সাম্প্রতিক বিশ্ব	১৪
কৌতুক : হাসতে নাকি জানে না কেউ	১৬
ফটো গ্যালারী	১৭-২৪
খেলাধুলা : মার্শাল আর্টের ইতিহাস	২৫-৩০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : বিশ্বে প্রথম আরএসভি টিকার অনুমোদন যুক্তরাষ্ট্রে	৩১
স্বাস্থ্য কথা : কেন নিবেন জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভ্যাক্সিন ?	৩২
স্কাউট সংবাদ	৩৩-৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূত-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: agradoot@scouts.gov.bd
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও স্কাউট আইন

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

দেশজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস পালিত

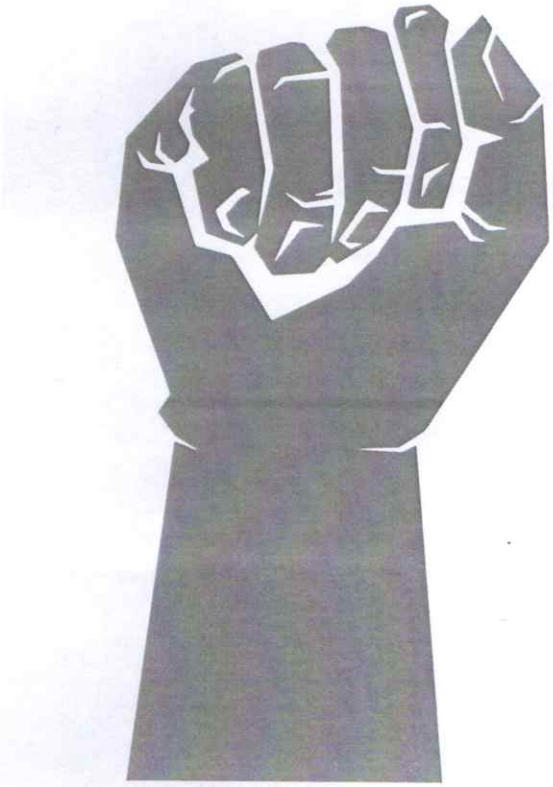

মহান মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। ১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ওইদিন তাদের আত্মদানের মধ্যদিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য শ্রমিকদের আত্মত্যাগের এই দিনকে তখন থেকেই সারা বিশ্বে মে দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি ।

মহান মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকাররের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ও শ্রমবান্ধব বর্তমান সরকার শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণসাধন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও সুস্থতাসহ সার্বিক অধিকার নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই।

মহান মে দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের মেহনতি মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন ও কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রম আইন যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল থেকে যে কোন শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, জরুরি চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ ও দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এবং শ্রমিকদের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্যেও আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। আমরা রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদানে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছি এবং সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। সব সেক্টরে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে।

মহান মে দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শ্রমিক সমাবেশ, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহান মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পত্রিকাসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো দিনটি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান ও টকশো সম্প্রচার করেছে।

সূত্রঃ বাসস

■ আগ্রদূত ডেস্ক

বিশেষ প্রতিবেদন

'জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা' ২০২২ ও ২০২৩ এর পুরস্কার বিতরণ

১৬ মে ২০২৩ মঙ্গলবার বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশে স্কাউটস এর 'জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা' ২০২২ ও ২০২৩ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, জনাব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনারবৃন্দ. জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ, বিভিন্ন পর্যায়ের স্কাউটারবৃন্দ, অভিভাবক, কাব স্কাউটম স্কাউট এবং রোভার স্কাউটরা। অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা' ২০২২ ও ২০২৩ এর বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

স্কাউটদের প্রতিভা বিকাশে বাংলাদেশ স্কাউটস এর আয়োজনে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিজয়ী স্কাউটদের মাঝে পুরস্কার তুলেদেন জনাব মোঃ তোফ-াজ্জল হোসেন মিয়া, মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। প্রধান অতিথি জনাব মোঃ তোফ-াজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, আজ যারা এখান থেকে পুরস্কার গ্রহণ করলেন তারা জাতীয় পর্যায়ের সেরাদের সেরা। স্কাউটিং এ সবাই প্রতিভাবান। প্রতিভা না থাকলে মহৎ কাজে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারেনা। এ প্রতিযোগিতা স্কাউটদের সাহস ও মনোযোগ বৃদ্ধি করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করে উৎকর্ষতা অর্জন করেছে। স্কাউটরা আদেশ নির্দেশ এর অপেক্ষা না করে সর্বদা সেবা কাজে অংশগ্রহণ করে। ঘূর্ণিঝড় মোচা মোকাবে-লায় অনেক স্থানে স্কাউটরা সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্কাউটদেরকে দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি বর্হিবিশ্বে প্রচার করে দেশের ব্যান্ডিং করার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। তিনি বলেন প্রতিভা পরিশ্রমের ফল। পরিশ্রম ও কমিটমেন্ট না থাকলে প্রতিভার স্ফুরণ হয়না। এই পৃথিবীতে যা কিছু অর্জিত

হয়েছে তা ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফল। তিনি প্রতিভা বিকাশে পাটফর্ম তৈরি করার আহবান জানান। যাতে আরো প্রতিভার সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ । তিনি প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ।

দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত ২০২২ ও ২০২৩ সনের প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আজকে যুগপৎ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১২১ জন বিজয়ী কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার গ্রহণ করেন। সংগীত, নৃত্যকলা, আবৃতি, যন্ত্র সংগীত, চিত্রাংকন, কিরাত, মুকাভিনয় ও বাংলাভাষার উপর স্কাউটদের জন্য এই প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতায় স্কাউটরা জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ লাভ করে। অনুষ্ঠানের বিজয়ীদের তথ্য সমন্বলিত বুকলেট এর মোড়ক উন্মোচন সহ প্রতিভামান বিজয়ী স্কাউটগণের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠিত পরিবেশিত হয়।

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

রোভার অঞ্চলে জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১ জুন ২০২৩ বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর গাজীপুরে বাংলাদেশ স্কাউট রোভার অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী

■ অগ্রদূত ডেস্ক

পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি বিষয়ক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের আয়োজনে ২৬ মে, ২০২৩ জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম এম ফজলুল হক আরিফ, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জনাব মীর মোহাম্মদ ফারুক, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), জনাব উনু চিং, নির্বাহী পরিচালক (অ. দা) ও জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ, পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস।

ওয়ার্কশপে পাওয়ার পয়েন্ট তৈরী বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়। ওয়ার্কশপে দেশের সকল অঞ্চল থেকে মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী সহ মোট ৮২ জন অংশগ্রহণ করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

স্কাউটিং এর মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ক কর্মশালা

জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের আয়োজনে ২৭ মে, ২০২৩ তারিখ (শনিবার) জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "স্কাউটিং এর মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ক কর্মশালা" অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় রোভার অঞ্চল, রেলওয়ে অঞ্চল, নৌ অঞ্চল, এয়ার অঞ্চল এর সকল জেলা থেকে মোট ৫৯ জন রোভার প্রশিক্ষণার্থী সহ মোট ৭৫ জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জনাব এম এম ফজলুল হক আরিফ, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ, পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস।

কর্মশালা শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জনাব মীর মোহাম্মদ ফারুক, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস।

জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য ও জাতীয় পিআরএম টাস্কফোর্সের ডিজিটাল টিম কো-অর্ডিনেটর স্কাউটার জিএম ইফতির সমন্বয়ে আয়োজিত দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অতিথি ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ ও এক্সিলেন্স বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জনাব বেনজীর আবরার।

■ **আগ্রদূত ডেস্ক**

১লা মে-র মাহাত্ম্য

১৮৮৬ সালে সূচনা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের। এদিনের এক মর্মান্তিক ঘটনা ছাপ ফেলে যায় গোটা বিশ্বে। প্রতি বছর ১লা মে-তে বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা শ্রম দিবস (International Labour Day)। এই দিনের উপলক্ষে প্রতিবছর ৮০ টি দেশে জাতীয়ভাবে প্রায় প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই ছুটি ঘোষণা করা হয়। আবার বহু দেশে এই দিবস পালন করা হয়ে থাকে বেসরকারিভাবে। মে মাসের শুরুতেই বিশ্ব জুড়ে এই দিন কেন পালন করা হয় তার ইতিহাস হয়তো জানেন না অনেকেই।

আমরা প্রায় সকলেই জানি শ্রমিক দিবস পালন করা হয় শ্রমিকদের গুরুত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য। তবে এই কারনের পিছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস।

১৮৮৬ সালে বিশ্বে প্রথম মে দিবস বা শ্রমিক দিবসের সূচনা হয় আমেরিকায় (America)। দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো (Chicago) শহরের হে মার্কেটে (Hay Market) জমায়েত হয়েছিলেন অসংখ্য শ্রমিক। কারণ সেই সময় শ্রমিকদের ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করতেন কারখানার মালিকরা। যার ফলে বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নামেন কারখানার শ্রমিকরা। আর সেই আন্দোলন চলাকালীনই শ্রমিকদের মধ্যে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাদের ঘিরে থাকা পুলিশদের ওপর বোমা ছোড়েন। যার পরেই ঘটে বড় দুর্ঘটনা! অসংখ্য শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণ শুরু করে পুলিশ বাহিনী। যার ফলে নিহত হন প্রায় ১০ থেকে ১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ কর্মকর্তা।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শতাধিক শ্রমিক নেতা ও সমর্থনকারীদের গ্রেফতার করে তোলা হয় আদালতে। যার বিচারে ফাঁসি দেওয়া হয় চার শ্রমিক নেতা ও সমর্থনকারীদের। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় এই বিচার সুবিচার হিসেবে বিবেচিত নয়।

এরপর ১৮৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে (Paris) 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর (Second International) প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৯০ সাল থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে এই দিন পালনের প্রস্তাব দেন রেমন্ড লেভিনে। তার পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯১ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাবকে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত করে এবং স্বীকৃতি পায় শ্রমিক দিবস বা মে দিবস।

কিন্তু, ১৮৯৪ সালে মে দিবসের দিনই আমেরিকায় ঘটে দাঙ্গার ঘটনা। এই দিন নানান সংঘাতের ঘটনা হওয়ার ফলে ওই সাল থেকেই আমেরিকায় ১লা মে-তে শ্রমিক দিবস পালন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড (Grover Cliveland)। পাশাপাশি ১৮৮২ সালে ম্যাথিউ ম্যাগুয়েরের (Mathew Maguire) প্রস্তাবিত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবারে শ্রমিক দিবস পালনের জন্য সিলমোহর দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, ১৯০৪ সালে আমস্টারডাম (Amsterdam) শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজুড়ে ১লা মে - তে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়োজন করার আহ্বান জানানো হয়।

এই ঘটনার পর বিশ্বের বহু দেশে মে মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা মে - কে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে জাতীয় ছুটি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই দিনটি পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্র, চীন, কিউবা সহ ভারত ও বহু দেশে গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে পালিত হয়। এমনকি বেশ কয়েক দেশে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয় সামরিক কুচকাওয়াজ।

প্রসঙ্গত, এই উপমহাদেশে প্রথম শ্রমিক দিবস পালন করা হয় ১৯২৩ সালে চেন্নাইয়ের (Chennai) মেরিনা বিচে (Marine Beach) হিন্দুস্তান লেবার কিষান পার্টির আয়োজনে (Hindustan Labour Kisan Party)। প্রত্যেক বছরই এই দিনটি বিশ্বজুড়ে একটি নির্দিষ্ট থিম (International Worker's Day Theme) বা প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে পালন করা হয়।

২০১৯ সালের শ্রমিক দিবসের প্রতিপাদ্য:
সকলের জন্য উপযুক্ত পেনশন, সামাজিক অংশীদারদের ভূমিকা (Sustainable Pension for all and the Role of Social Partners)।

২০২০ ও ২০২১ সালের শ্রমিক দিবসের প্রতিপাদ্য:
কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বজায় রাখা (Maintaining safety and security at the workplace)।

২০২২ সালের শ্রমিক দিবসের প্রতিপাদ্য:
শিশু শ্রম বন্ধ করার জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা (Universal Social Protection to End Child Labor)।

২০২৩ সালের শ্রমিক দিবসের প্রতিপাদ্য:
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা (Uniting Workers for Social and Economic Advancement)

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

বঙ্গবন্ধু চেয়ার

বঙ্গবন্ধু চেয়ার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রতিষ্ঠিত সম্মানজনক গবেষণা পদ। শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম, রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে গবেষণা এবং তার স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রবর্তন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের 'বেগম জেবুন্নেসা এবং কাজী মাহবুবুল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট'র অর্থায়নে প্রথম এ পদটি প্রবর্তিত হয়। স্বনামধন্য অধ্যাপক ও বিশিষ্ট গবেষকগণ মর্যাদাপূর্ণ এ চেয়ারে নিয়োগ পান । এ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যাপকরা 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' বা 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক' পদবিতে ভূষিত হন।

সাধারণত বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, রাজনীতি, উন্নয়ন, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে যাদের গবেষণাকর্ম রয়েছে তারাই বঙ্গবন্ধু চেয়ারের জন্য নির্বাচিত হন। নিয়োগপ্রাপ্ত গবেষক অধ্যাপকের সমমান বেতনভাতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সুবিধা পান। এই পদটি এক বছর মেয়াদের হলেও ক্ষেত্রবিশেষে তা ২ বছর করার সুযোগ রয়েছে। পদটি নিয়োগের নীতিমালা অনুযায়ী, যিনি বঙ্গবন্ধু চেয়ারে বসবেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তার ২০ বছরের গবেষণা কর্ম থাকতে হয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অন্তত ১০টি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে হবে। নিযুক্ত বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপককে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় সেগুলো হলো- বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণা কর্মে উপদেশ প্রদান, বঙ্গবন্ধুবিষয়ক সেমিনার আয়োজনে নির্দেশনা দান, 'বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তব্য প্রদান, প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনদর্শন, মতাদর্শ, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের দিল্লী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং পোল্যান্ডের ইয়াগোলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও বাংলাদেশ

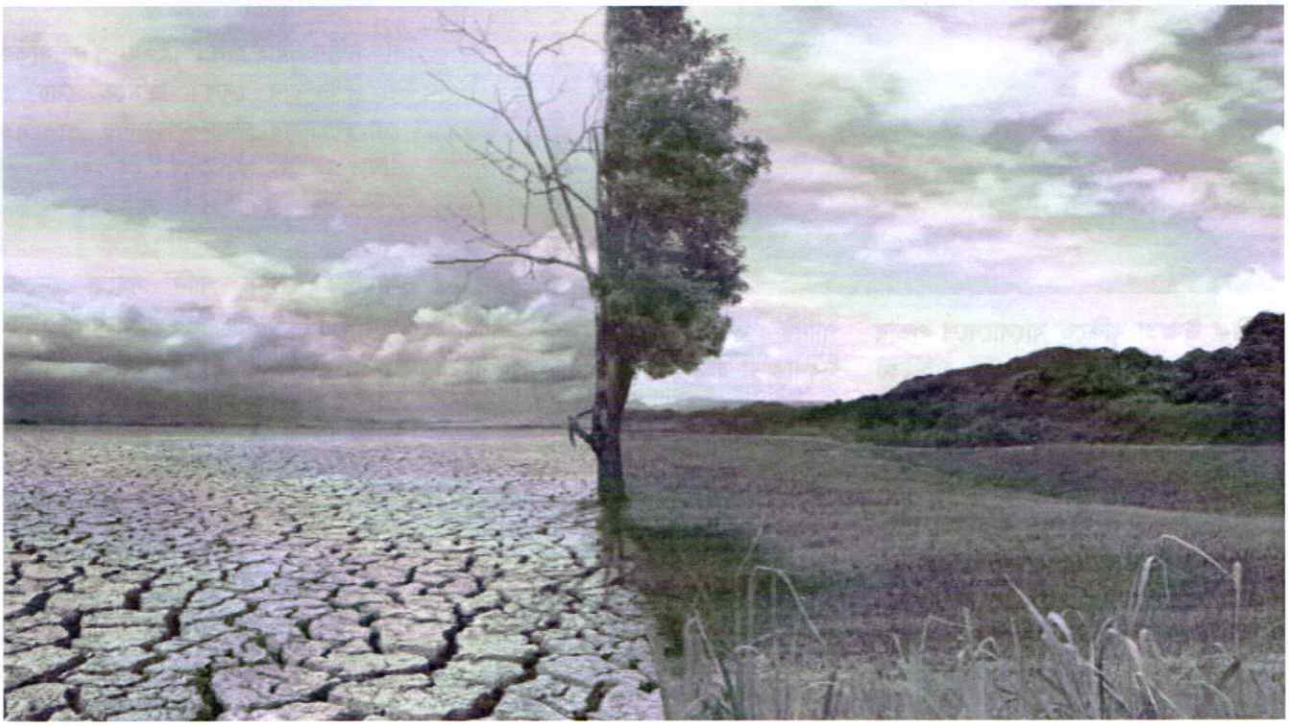

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। এতে বর্তমান বিশ্ব বিভিন্ন পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। জীববৈচিত্র হুমকির মুখে পড়েছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম । আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাব মতে, গত ১০০ বছরে দেশের গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠ, বায়ুমণ্ডল এবং মহাসাগরের উষ্ণতা বৃদ্ধিকে বোঝায়। শিল্প বিপ্লবের পর এ উষ্ণতা বৃদ্ধি শুরু হলেও উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে উষ্ণতা অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে উষ্ণতা বৃদ্ধি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা এষড়নধষ ডধৎসরহম শব্দটি বিজ্ঞানী Wallace Brocker সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি বিখ্যাত Science জার্নালে Global Warming শব্দদ্বয় উচ্চারণ করে বিষয়টির অবতারণা করেন। এরপর ১৯৭৯ সালে National Academy of Science Chamey Report নামে পরিচিত গবেষণাপত্রে Global Warming শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ

সূর্য থেকে আগত তাপশক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং এ বিকিরিত তাপশক্তির অধিকাংশই পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। আবহাওয়ামণ্ডলে 'ওজোন স্তর' নামে অদৃশ্য এক বেষ্টনী বিদ্যমান, যা পৃথিবীতে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশ রোধ করে এবং সূর্য থেকে আসা তাপ মহাশূন্যে পুনরায় ফিরে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু মানব সৃষ্ট দূষণ ও বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে প্রকৃতি প্রদত্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। শিল্পকারখানা ও গৃহস্থালি পণ্য যেমন- ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার, বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস। এ অবমুক্ত CFC মহাশূন্যের ওজোন স্তর ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। এছাড়া গৃহস্থালি ও শিল্পবর্জ্য, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া প্রভৃতি থেকে ক্রমবর্ধমান হারে নির্গত হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস। এভাবে একদিকে ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত কারণে মাত্রাতিরিক্ত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে, অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত তাপ সঞ্চিত হচ্ছে । ফলে পৃথিবী হয়ে উঠছে উত্তপ্ত। গবেষণায় দেখা যায়, ১৮৫০-১৯০০ এই সময়কালের চেয়ে ২০১১-২০২০ এই এক দশকে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১.০৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশে প্রভাব বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবসমূহ হলো : - সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি : বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এতে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তোলে । উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়, উত্তর ও দক্ষিণমেরুর গ্রিনল্যান্ড, অ্যান্টার্কটিকাসহ অন্যান্য ভূ-ভাগের বরফ গলে যাবে, যা সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলবে। বঙ্গোপসাগরের সাথে বাংলাদেশের ৭১১ কিমি দীর্ঘ উপকূল রয়েছে। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর গবেষণা মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের প্রায় ১৭-২০% পর্যন্ত ভূমি সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাবে। এতে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ জলবায়ু-উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। নাসার একটি গবেষণা অনুযায়ী, আগামী ১০০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের বন্দরনগরী চট্টগ্রাম সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি।

পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি : পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি দেশের কৃষি ও অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। লবণাক্ত পানিতে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং ফসলের গুণগত মান পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের অনেক এলাকায় লোনা পানি প্রবেশ করায় উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এ লবণাক্ততার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। বিশেষত নদ-নদীর মোহনায় অবস্থিত দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকার অধিক পরিমাণে লোনা পানি প্রবেশ করবে। ভূগর্ভস্থ পানি ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি উপকূলীয় পরিবেশকে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

মরুভূমির বৈশিষ্ট্য : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন পৃথিবীর নিচু এলাকাসমূহ সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ভূ-পৃষ্ঠে পানির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাবে । ফলে সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে । এর ফলে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহতসহ তা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

রোগ-ব্যাধি : উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে আসার ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। ক্যান্সার, চর্মরোগসহ নানা ধরনের নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব ঘটে।

নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস : বাংলাদেশ নদীমাতৃক ও কৃষিপ্রধান দেশ। জমিতে সেচ ও নৌ-চলাচলের জন্য নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ হ্রাস পাবে এবং নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি সহজে দেশের অভ্যন্তরীণ নদীপ্রবাহে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। সামুদ্রিক লোনা পানি উজান অঞ্চলে প্রবেশ করায় কৃষিতে প্রয়োজনীয় মৃদু পানির অভাব দেখা দেবে এবং দেশের সম্পদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে।

সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : সাধারণত সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির পেছনে অন্যান্য প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকলেও পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই মূল কারণ । বাংলাদেশে প্রতিবছর মে-জুন মাসে যে সামুদ্রিক ঝড় হয় তাতে উপকূলীয় জেলাসমূহে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রাও ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতাও বেড়ে যাবে ।

জীববৈচিত্র্য ধ্বংস : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের অতিরিক্ত তাপমাত্রার প্রভাবে বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী বিলুপ্তির পথে, কারণ এ পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে তারা খাপ খাওয়াতে পারছে না। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি। বিভিন্ন দুর্লভ প্রজাতির আবাসস্থল এ সুন্দরবন। পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রের উচ্চতা ১

মিটার বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের ৭০ ভাগ তলিয়ে যাবে। পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাস্তুসংস্থানের বিপর্যয় ঘটলে তা মানব সভ্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হবে।

খরা : মাটিতে আর্দ্রতার অভাব অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হলে খরা দেখা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা যার প্রভাব বাংলাদেশেও দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ফসল উৎপাদনও ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শীতকালেও এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের হার বেশি। এর ফলে মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে খরার প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানের মাঝারি ধরনের খরা উপদ্রুত এলাকা মারাত্মক খরা উপদ্রুত এলাকায় পরিণত হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের করণীয়

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো বাংলাদেশকে যতটা কুফলভোগী করেছে, এ সংকট সৃষ্টিতে আমাদের দেশের ভূমিকা শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় খুবই নগণ্য। এখনই সময় এ সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার।

বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হবে তা হলো :

জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস : কল-কারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সবকিছুতেই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ কম হয়। পরিবেশ সহায়ক জ্বালানি যেমন- সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস, বায়োডিজেল, জোয়ার-ভাটা শক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তি, আবর্জনা থেকে প্রাপ্ত শক্তি, নিউক্লিয়ার এনার্জি প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস : কৃষিতে নাইট্রোজেন সার (যেমন ইউরিয়া) ব্যবহারের ফলে বাড়ছে নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ। অবিলম্বে কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের ব্যবহার যথাসম্ভব কমাতে হবে।

মিথেন নির্গমনের পরিমাণ হ্রাস : গাছপালার পচন এবং জীবজন্তুদের বর্জ্য থেকে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিথেনের এই সকল উৎসগুলোকে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পরিকল্পিত বনায়ন : ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ও নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহে বনায়ন কর্মসূচি শুরু করতে হবে। ফলে নদী ভাঙন ও সামুদ্রিক ঝড়ের তীব্রতা কমে যাবে। বৃক্ষনিধন রোধ করতে হবে। কারণ বৃক্ষই প্রকৃতি থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই- অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে এবং অক্সিজেন নির্গমন করে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। একদিকে অরণ্যচ্ছেদন রোধ ও অন্যদিকে পরিকল্পিতভাবে বনায়নের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।

পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত চুক্তিগুলোর দ্রুত বাস্তব রূপায়ণ : বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধে দরকার পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন। কেবল আলাপ-আলোচনা নয়, দরকার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন।

নতুন প্রযুক্তি : বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধে দরকার পরিবেশবান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত উপাদান পরিবর্তন, যানবাহনের দক্ষতা বৃদ্ধি, কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথকীকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রভৃতিসহ বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে। একবিংশ শতাব্দীতে মানবজাতি যখন সভ্যতার চরম শিখরে, ঠিক তখনই মানুষ তার পরিবেশকে ঠেলে দিচ্ছে চরম বিপর্যয়ের দিকে। মানুষ একদিকে যেমন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে অপরদিকে পরিবেশকে করে তুলছে বিষাক্ত। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং পরিবেশের ভারসাম্য দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে। এ বিশ্ব আমাদেরই। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

■ **আগ্রদূত ডেস্ক**

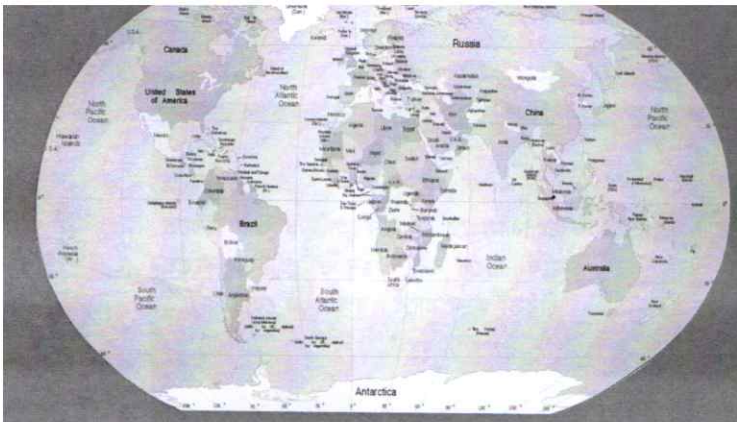

মাসিক বিশ্ব

ফিচার

০১.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ই-ভিসা বা ইলেকট্রনিক ভিসা চালু করে সৌদি আরব।

আন্তর্জাতিক

- কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্স শেখ মেশাল আল আহমদ আল সাবাহ এক ডিক্রি জারির মাধ্যমে নবগঠিত পার্লামেন্ট ভেঙে দেন।

০২.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী বুলিং ও র‍্যাগিংয়ে জড়ালে শাস্তির বিধান রেখে নীতিমালা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আন্তর্জাতিক

- ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেপাল ক্রিকেট দল।

০৩.০৫.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি দু'দিনের সফরে সিরিয়ার দামেস্কে পৌঁছেন। দেশটিতে গৃহযুদ্ধ বাধার পর এটিই ইরানের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম সফর।
- মার্কিন সরকারের 'খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন প্রথম Respiratory Syncytial Virus (RSV)-এর টিকার অনুমোদন দেয়।

০৪.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনের উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়েন।

আন্তর্জাতিক

-ভারতের গোয়ায় দুদিনের সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন শুরু ।

০৫.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় চার্লসের আমন্ত্রণে তার সিংহাসন আরোহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লন্ডন সফরে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
-'আকাশপথে পরিবহনে অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটি যৌথ ঘোষণা লন্ডনে স্বাক্ষর হয়।

আন্তর্জাতিক

- যুক্তরাজ্যের লন্ডনের কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট মার্লবোরো হাউসে কমনওয়েলথের বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিশ্বব্যাপী করোনার জরুরি অবস্থা তুলে নেয়।

০৬.০৫.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- যুক্তরাজ্যের ৪০তম রাজা হিসেবে তৃতীয় চার্লসের আনুষ্ঠানিক অভিষেক।

০৭.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- আফতাবনগরে ঢাকার মহানগরের সপ্তম আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক

- মধ্য ইউরোপের দেশ স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডুয়ার্ড হেগার পদত্যাগের ঘোষণা দেন ।

০৮.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী পালিত।
- নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পায় 'ইনসানিয়াত বিপ্লব'।

০৯.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- তিন দেশে সফর শেষে ঢাকায় পৌঁছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক

- পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের হাইকোর্ট চত্বর থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করা হয়।
- ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় হামলা শুরু করে ইসরায়েল।

১০.০৫.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- ইন্দোনেশিয়ার লাবুয়ান বাজোতে ৪২তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন শুরু।

১১.০৫.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- বিশ্বব্যাপী মাপিক্সের জরুরি অবস্থার অবসান ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

১২.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- ঢাকায় দু'দিনব্যাপী ইন্ডিয়ান শোন কনফারেন্স (ICC) শুরু।

আন্তর্জাতিক

- পাকিস্তানের তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI) দলের প্রধান ইমরান খান জামিন পান।

১৩.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বাংলাদেশে গোদ রোগ নির্মূল ঘোষণা করে।

আন্তর্জাতিক

- মিসরের মধ্যস্থতায় ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে অস্ত্রবিরতি কার্যকর।

১৪.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- দেশের সব পৌরসভায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ফি পরিশোধে ই-পেমেন্ট (অনলাইনে লেনদেন ব্যবস্থা) চালু হয়।
- বাংলাদেশ ৩৪তম ওয়ানডে সিরিজ জয় লাভ করে।
- ঘূর্ণিঝড় মোখা আঘাত হানে।

আন্তর্জাতিক

- তুরস্কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত ড্থাইল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৫.০৫.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- স্কটল্যান্ডে স্বয়ংক্রিয় বাস নেটওয়ার্ক চালু হয়।

১৬.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- বাংলাদেশের উত্থাপিত কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক প্রস্তাব জাতিসংঘে গৃহীত।

১৭.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- 'নগদ ফাইন্যান্স পিএলসি'কে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত লাইসেন্স দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৮.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- মন্ত্রিসভার বৈঠকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (RIC) সংশোধনীর চূড়ান্ত অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক

- সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল- আসাদ ৩২তম আরব লিগ সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি আরবে যান।

১৯.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- ৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ।
- 'তোমার চোখে বিশ্ব দেখি শ্লোগান নিয়ে স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'গ্রিন টেলিভিশন'-এর আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু।

আন্তর্জাতিক

- জাপানের হিরোশিমায় তিনদিনব্যাপী এ-৭ শীর্ষ সম্মেলন শুরু।
- ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বাজার থেকে ২,০০০ রুপির নোট তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেয়।
- চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং মধ্য এশিয়ার উন্নয়নের জন্য এক মহাপরিকল্পনা উন্মোচন ও উপস্থাপন করেন।
- সৌদি আরবের জেদ্দায় ৩২তম আরব লিগ সম্মেলন শুরু হয়।
- রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওবামাসহ ৫০০ মার্কিন নাগরিকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় ।

২০.০৫.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় সুদানে লড়াইরত সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী RSF ৭ দিনের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ।

২১.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- ১৭তম স্থলবন্দর হিসেবে বিলোনিয়ার অপারেশনাল কার্যক্রম উদ্বোধন।
- ভোলা থেকে সিলিন্ডারে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বেসরকারি কোম্পানি ইন্ট্রাকো ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানির মধ্যে ১০ বছরের চুক্তি স্বাক্ষর।

আন্তর্জাতিক

- গ্রিসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।
- প্রথম আরব নারী হিসেবে মহাকাশে যান রায়ানা বারনাওয়ি ।
- জার্মান চ্যান্সেলর ওলফ শলব দক্ষিণ কোরিয়া সফরে যান।

২২.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১' কার্যকর করা হয়।
- কাতার অর্থনৈতিক ফোরামে যোগ দিতে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- ভোলা সদর উপজেলায় দেশের ২৯তম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের ঘোষণা।

আন্তর্জাতিক

- ফিলিপাইনের ম্যানিলায় ঐতিহাসিক ডাকঘর আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।
- থাইল্যান্ডে জোট সরকার গঠনে মুভ ফরওয়ার্ড পার্টি ও ৭টি মিত্র দলের সদস্যরা একটি সমঝোতা স্মারকে (MoF) স্বাক্ষর করেন।
- বন্য পাখিদের মধ্যে এভিয়ান ফ্লু (H5NI) ছড়িয়ে পড়ার পর ব্রাজিলে ছয় মাসের জন্য জরুরি অবস্থা জারি ।

২৩.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি।

২৪.০৫.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের অভিবাসন চুক্তি স্বাক্ষর।

২৫.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী।
- কক্সবাজারে অবস্থিত দেশের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যুক্ত হয়।

২৮.০৫.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট অনুষ্ঠিত।
- ভারতের নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন ।

৩১.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ

- একাদশ জাতীয় সংসদের ২৩তম অধিবেশন শুরু।

■ **আগ্রদূত ডেস্ক**

হাসতে নাকি জানেনা কেউ

* এক স্কুলশিক্ষক স্কুলের বাইরে বসেছিলেন। এমন সময় তার সামনে কাঁচুমাচু হয়ে একটি ছেলে এসে জানাল, সে নদীতে কুলি ফেলেছে এবং এর জন্য সে ক্ষমা চায়। স্কুলশিক্ষক বললেন, এ আর এমন কি, নদীর পানি সামান্য ময়লা হতে
পারে হয়তো, কিন্তু এর জন্য ক্ষমা চাওয়া জরুরি নয়।
কিন্তু ছেলেটি নাছোড়বান্দা। অবশেষে তাকে দুটো উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন শিক্ষক।
কিছুক্ষণ পর আরেকটি ছেলে এসে নদীতে কুলি ফেলার জন্য ক্ষমা চেয়ে গেল। তারপর আরেকজন। স্কুলশিক্ষক বেশ অবাক হলেন। এমন সময় চতুর্থ জন প্রবেশ করল। স্কুলশিক্ষক বললেন, তুমিও কি নদীতে কুলি ফেলে এসেছ?
চতুর্থজন রাগে চিৎকার করে উঠল, রাখুন আপনার জ্ঞানের কথা, আমিই কুলি! পাশের রেল স্টেশনে কাজ করি। তিন বদমাশ ছেলে ধাক্কা দিয়ে আমাকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তাদের এদিকে আসতে দেখলাম মনে হয়।

* একজন লোক রেডিওর একটি অনুষ্ঠানে আরজেকে ফোন করে বলল, আমি একটি মানিব্যাগ পেয়েছি, যাতে ৫০ হাজার টাকা ছিল এবং একটি কার্ড ছিল যাতে লেখা আবদুস সোবাহান, ভূতের গলি, ঢাকা।
আরজে বলল, তো আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি?
লোকটি জবাব দিল, আসলে আমি উনাকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একটি গান ডেডিকেট করতে চাই।

* আদরের ছেলে কিছুতেই পড়তে বসছে না। বাবা বুদ্ধি করে তাকে একটা পয়সা দিয়ে বললেন, এটা দিয়ে টস করো, তারপর টসভাগ্য দেখে অন্তত পড়তে বসো।
ছেলে পয়সাটা হাতে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, পয়সাটা আমি ওপরে ছুড়ে দিচ্ছি। যদি হেড ওঠে তাহলে মামার সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যাব। যদি টেল ওঠে তাহলে ভিডিও গেম খেলতে বসব। আর যদি পয়সাটা ওপর থেকে আর নিচে ফিরে না আসে তাহলে পড়তে বসব!

* একবার কোনো এক জনসভায় এক নেতার বক্তৃতা শুনে তার প্রতিপক্ষ দলের এক মহিলা বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন, যদি ওই ভদ্রলোক আমার স্বামী হতেন তাহলে ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতুম!
নেতা ভদ্রমহিলার ওই কথাটি শুনতে পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, ম্যাডাম, আমার স্ত্রী যদি আপনার মতো হতেন আমি নিজেই বিষ খেয়ে মরে যেতাম!

*স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা হচ্ছে-
স্ত্রী : কয়েকদিন ধরে উপমা নামটা তোমার মুখ থেকে খুব শুনছি। বাবুকে পড়ানোর সময়ও বললে। মেয়েটা কে?
স্বামী : আরে উপমা মেয়ের নাম নাকি? হা-হা-হা...।
স্ত্রী : হাসি বন্ধ। আমার সঙ্গে চালাকি করবে না। উপমা মেয়ের না ছেলের নাম, তা বোঝার বয়স আমার হয়েছে। ছি ছি ছি, এ বয়সে তোমার...!
স্বামী : ওরে বাপুরে, উপমা হল বাংলা গ্রামারের একটা অংশ।
স্ত্রী : চিটারি করার আর জায়গা পাও না, উপমা গ্রামারের অংশ! আমারে তুমি গ্রামার শেখাও!
স্বামী : তুমি দেখছি পাগল হলে, উপমা হল এক ধরনের বাক্য অলংকার।
স্ত্রী : অলংকার! এর মধ্যে অলংকারও কিনে দেয়া হয়েছে! হায় হায় রে, আমার কপাল পুড়ল রে, আমি এখন কী করব রে...!

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

'জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা' ২০২২ ও ২০২৩ এর পুরস্কার বিতরণ

'জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা' ২০২২ ও ২০২৩ এর পুরস্কার বিতরণ

ফটো গ্যালারী

রোভার অঞ্চলে জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ফটো গ্যালারী

পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি বিষয়ক ওয়ার্কশপ

স্কাউটিং এর মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ক কর্মশালা

ফটো গ্যালারী

খুলনা অঞ্চলে "শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড" বিতরণ

ফটো গ্যালারী

রংপুর জেলা রোভারের সিনিয়র রোভারমেট মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

ফটো গ্যালারী

দিনাজপুর ও রংপুর জেলার রোভারদের নিয়ে লাইফ স্কীল কোর্স অনুষ্ঠিত

ফটো গ্যালারী

খেলাধুলা

মার্শাল আর্টের ইতিহাস

মার্শাল আর্টের উৎপত্তি এবং প্রাচীন ও আধুনিক মার্শাল আর্টসমূহ অ্যাকশনধর্মী সিনেমা দেখতে যারা পছন্দ করেন, তাদের কাছে সাধারণত মার্শাল আর্ট অর্থাৎ কুংফু-কারাতে সিনেমার আবেদন সবসময়ই অন্যরকম। কেননা, অধিকাংশ সময় অস্ত্র ছাড়া হাত-পায়ের সাহায্যে কিংবা মাঝে মাঝে অস্ত্র নিয়ে অনেকটা শৈল্পিক কায়দায় ফাইটিং দৃশ্যগুলো দর্শকদের মধ্যে অন্যরকম অনুভূতির সঞ্চার করে। এটি একটি প্রাচীন খেলাও বটে । হালজামানায় বিশ্বের একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা এই মার্শাল আর্ট ।

জ্যাকি চ্যান, ব্রুস লী, জেট লী, টনি জা, ডনি ইয়েনসহ আরো অনেক অভিনেতার এরকম ফাইটিং দৃশ্যগুলো দর্শকের নজর কাড়ে অতি সহজে। তবে অধিকাংশ মানুষই মনে করে যে, মার্শাল আর্ট মানে হলো চীনের কুংফু-কারাতে। কিন্তু মার্শাল আর্ট কেবল চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। চীন ছাড়াও পৃথিবীর আরো অনেক জায়গায় মার্শাল আর্টের আরো অনেক শাখা প্রশাখা আছে। অর্থাৎ মার্শাল আর্ট বস্তুতপক্ষে

একটি বৃহৎ ধারণা। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে মার্শাল আর্টের অনুশীলন করে আসছে।

মার্শাল আর্ট কী?

প্রথমে জানা যাক মার্শাল আর্ট বলতে কি বোঝায়। মার্শাল আর্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে Art of Martial অর্থাৎ যুদ্ধের শিল্প। মার্শাল আর্ট বলতে আসলে বোঝায় যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলাকৌশল। এই পদ্ধতি কখনো কখনো সংহিতাবদ্ধ অর্থাৎ কিছু সূত্রবদ্ধ অথবা কখনো কখনো সূত্রবদ্ধ নয় অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে এসব বিভিন্ন ধরনের মার্শাল আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীরিকভাবে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা এবং যেকোনো ধরনের ভয়ভীতির প্রতি রুখে দাঁড়ানো। আবার কিছু কিছু মার্শাল আর্ট আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে যোগবদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বৌদ্ধধর্ম, দাওবাদ কিংবা শিন্টো। যদিও অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাস কেবল মার্শাল আর্টের সাথে যুক্ত না। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধবিগ্রহ মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রতিপক্ষ বা কোনো হুমকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য মার্শাল আর্টের ব্যবহার হয়েছে সবসময়ই। মূলত মার্শাল আর্ট শব্দগুচ্ছের উৎপত্তি হয়েছে রোমানদের যুদ্ধের দেবতা মার্সের নামানুসারে।

মার্শাল আর্টের উৎপত্তি

মার্শাল আর্টের সাথে পূর্ব এশীয় সংস্কৃতির অনেক সংযোগ পাওয়া গেলেও, এটি যে কেবল এশীয়দের মৌলিক সম্পদ এমনটা নয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর আরো নানা অঞ্চলে আরো নানা প্রকার মার্শাল আর্টের জন্ম হয়েছে। যেমন- ইউরোপে বর্তমান সময়ের অনেক আগেই যুদ্ধ করার জন্য একধরনের মার্শাল আর্টের প্রচলন ছিলো, যার পরিচিতি ছিলো প্রাচীন ইউরোপীয় মার্শাল আর্ট নামে। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয়রাই মার্শাল আর্ট শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে। আবার স্যাভাট নামক একপ্রকার ফরাসি মার্শাল আর্ট ছিলো যা ছিলো মূলত লাথি মারার বিভিন্ন কৌশল। এই মার্শাল আর্টের সৃষ্টি হয়েছিলো নাবিক এবং স্ট্রিট ফাইটারদের হাত ধরে (অথবা পা ধরে!)। সহজাত আমেরিকানদের মধ্যেও খালি হাতে মারামারি করার পদ্ধতি ছিলো যার মধ্যে রেসলিং অন্যতম। হাওয়াইদের মধ্যেও কিছু কিছু প্রতিরক্ষার পদ্ধতি ছিলো। কাপুরা নামক একধরনের আক্রমণাত্মক মার্শাল আর্টের সূচনা হয়েছিলো ব্রাজিলে। এই মার্শাল আর্টের সূচনা করেছিলো ব্রাজিলের আফ্রিকান দাসেরা।

যদিও এসব মার্শাল আর্টের মৌলিকত্ব আছে, তবুও এরা একে অপরের থেকে অনেকটাই আলাদা। সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য সবগুলো পদ্ধতির মধ্যে আছে সেটি হচ্ছে, এরা সকলেই প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি এবং এদের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে।

মার্শাল আর্টের সঠিক উৎপত্তিস্থল কোথায় এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। তবে মার্শাল আর্টের কথা শুনলেই সকলে এশিয়াকে নির্দিষ্ট করতে চায়। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৬০০ অব্দের দিকে ভারত এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের শুরু হয়। ভারতীয় ইতিহাসবিদেরা মনে করেন যে, এই সময়েই ভারত থেকে মার্শাল আর্ট সংস্কৃতি চীনে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে চীনের ইতিহাসবিদেরা বলেন ঠিক এর উল্টো কথা। আমরা ধরে নিতে পারি, উভয় দেশের নিজস্ব মার্শাল আর্টের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছিলো ভালোভাবেই।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে জানা যায়, বোধিধর্মা (ডরুমা নামেও তিনি পরিচিত) নামক একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী বাস করতেন খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে, তিনি জেন বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন।
তিনি এই দর্শনের মাধ্যমে চীনের শাওলিন মন্দিরের অস্ত্রবিহীন অর্থাৎ খালি হাতে যুদ্ধ করার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেন। মতান্তরে, তিনিই শাওলিন মার্শাল আর্টের

প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই আর্টের উদ্দেশ্য কেবল একে অপরের সাথে যুদ্ধ করাই ছিলো না, বরং ছিলো নিজের সাথেও যুদ্ধ করা, নিজের সংযমকে সুদৃঢ় করা, নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন করা, নম্রতার শিক্ষা গ্রহণ করা এবং শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।

এশিয়ার এই মার্শাল আর্টের চর্চা ছিলো মূলত গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গুরুদের সাধারণত চীনা বা মান্দারিন ভাষায় শিফু (Sifu), জাপানি ভাষায় সেনসি (Sensei) এবং কোরিয়ান ভাষায় সা বুম নিম্ন (Sa Bum Nim) বলা হতো।

প্রাচীন মার্শাল আর্টসমূহ

প্রাচীনকালে মার্শাল আর্টের বিস্তৃতি মোটামুটি সারা পৃথিবীতে হলেও বিশেষ করে এশিয়া অঞ্চলের দিকে এর বিস্তৃত এবং ব্যবহার বেশি দেখা যায়। এরকম কিছু প্রাচীনতম মার্শাল আর্ট সম্বন্ধে জানা যাক।

রেসলিং বা গ্রেপলিংঃ

মার্শাল আর্টের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে যাচাই করলে দেখা যায় যে রেসলিং বা গ্রেপলিংহচ্ছে সম্ভবত সবথেকে প্রাচীন মার্শাল আর্ট। ধারণা করা হয়, এই ধরনের মার্শাল আর্টের উৎপত্তি খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সেই সময়টা খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের আরো আগে। এর উৎপত্তিস্থলের সঠিক ধারণা না পাওয়া গেলেও মনে করা হয়, এর জন্ম প্রাচীন মিশরে। যদিও প্রাচীন মিশরের অনেক আগের মূর্তিসমূহে দেখা যায় দুজন ব্যক্তির মধ্যে রেসলিং বা গ্রেপলিং কৌশলে যুদ্ধের দৃশ্য।

প্রাচীন বিভিন্ন সংস্কৃতির ইতিহাসে বিভিন্ন ধরনের রেসলিং-এর বর্ণনা দেয়া আছে। কাজেই এর শিকড় খুঁজে পাওয়াটা বাস্ড়বিকই খুব কঠিন। গ্রিসে রেসলিং একটি জনপ্রিয় মার্শাল আর্ট যা গ্রিসের ঐতিহ্য অলিম্পিকের একটি ইভেন্টও ছিলো। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের দিকে প্যাপিরাসে লেখা একটি গ্রিক পাড়ুলিপি থেকে রেসলিংয়ের নিয়মকানুন সম্বন্ধে জানা যায়। এই পাড়ুলিপিই রেসলিংকে প্রাচীনতম মার্শাল আর্ট হিসেবে সবার সামনে পরিচিত করায়।

বক্সিংঃ

অনেকে বক্সিং এবং রেসলিংয়ের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন, যদিও এরা একই জিনিস নয়। রেসলিংয়ের মতো বক্সিংকে প্রাচীনতম মার্শাল আর্ট হিসেবে ধারণা করা হয়। যদিও এর উৎপত্তির স্থান ও কাল সম্পর্কে সঠিক কোনো সূত্র পাওয়া যায় না, তথাপি ধারণা করা হয় যে, এর জন্ম হয়েছিলো খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকে প্রাচীন সুমেরিয়ান সভ্যতার মানুষের হাত ধরে। প্রাচীন সুমেরিয়া বর্তমান সময়ের ইরাকের দক্ষিণাঞ্চল। সুমেরিয়ান সভ্যতা ছিলো প্রথমদিকের প্রাচীন মানব সভ্যতাসমূহের মধ্যে একটি। যদিও অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সংস্কৃতিতেও বক্সিংয়ের ধারণা পাওয়া যায়।

বক্সিংকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬৮৮ অব্দের দিকে গ্রিসের অলিম্পিকে যুক্ত করা হয়। প্রাচীনকালে যেমন এটি জনপ্রিয় ছিলো, আধুনিক সময়েও এর জনপ্রিয়তা অনেক। একে বলা চলে একধরনের সফল মিশ্র মার্শাল আর্ট।

মলযুদ্ধঃ

মলযুদ্ধকেও একপ্রকার রেসলিং বলা চলে। তবে এর জন্ম এশিয়াতে; বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়াতে। এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা এবং নেপাল। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকে মলযুদ্ধের জন্ম। লোককাহিনী অনুসারে জানা যায়, এক কিংবদন্তী মলয় যোদ্ধা মলযুদ্ধের অনুশীলন করতেন। মলযুদ্ধের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতকে ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতে।

মলযুদ্ধকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, যার প্রতিটি বিভাগকে হিন্দুধর্মীয় বীরদের নামানুসারে নামকরণ করা হয়। এর মধ্যে আছে হনুমানতি, যেখানে কারিগরি শ্রেষ্ঠত্বের দিকে মনোযোগ দেয়া হয়;জাম্বুবানতি, যেখানে প্রতিযোগীকে শক্তির সাহায্যে আঁকড়ে ধরে রেখে হার মানতে বাধ্য করা হয়; জরাসন্ধি, যেখানে হাত-পা ও শরীরের জোড়া অংশগুলো ভেঙে ফেলার দিকনিদর্শন দেয়, এবং সর্বশেষ ভীমসেনি, যেখানে মোচড় দিয়ে প্রতিযোগীকে কাবু করতে শিক্ষা দেয়। যদিও ষোড়শ শতকের দিকে মলযুদ্ধের জনপ্রিয়তা লীন হতে থাকে। এখনো দক্ষিণ এশিয়ার কিছু অঞ্চলে এর অনুশীলন হয়ে থাকে।

সুয়াই জাওঃ

সুয়াই জাও-কে ইংরেজীতে চীনা রেসলিংও বলা হয়ে থাকে। ধারণা করা হয়, এটি চীনের প্রাচীনতম মার্শাল আর্ট। এর প্রথম ব্যবহার রেকর্ড করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২৬৯৭ অব্দের দিকে, যখন কিংবদন্তী ইয়েলো এম্পেরর তার প্রতিপক্ষ শি ইউয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তখন একে বলা হতো জাও তাই। জাও তাই ছিলো মূলত একধরনের পদ্ধতিগত যুদ্ধকৌশল, যা জাও লি নামেও পরিচিত ছিলো। ঝু সাম্রাজ্যের সময়ে সৈনিকদের মধ্যে এ ধরনের মার্শাল আর্টের অনুশীলন করা হতো। এটি কিন সাম্রাজ্যের সময়ে একটি জনপ্রিয় খেলাও ছিলো। জানা যায়, এই জাও যোদ্ধাদের মধ্যে সর্বোত্তম যোদ্ধাদের বাছাই করে সম্রাটের দেহরক্ষী করা হতো। আধুনিক সময়েও চীনের পুলিশ এবং মিলিটারি বাহিনীকে এই জাও নামক মার্শাল আর্টের অনুশীলন করানো হয়।

প্যানক্রেশনঃ

প্যানক্রেশন মূলত একধরনের মিশ্র মার্শাল আর্ট, যেখানে রেসলিংয়ের সাথে বক্সিংয়ের মিশ্রণ ছিলো, সাথে আরো ছিলো কিকিং। ধারণা করা হয়, এটির উৎপত্তি গ্রিসে খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ অব্দের দিকে। গ্রিক পুরাণ অনুসারে, হেরাক্লিস (বা হারকিউলিস) প্যানক্রেশন মার্শাল আর্টের ব্যবহার করেছিলো নিমিয়ান সিংহের সাথে যুদ্ধ করার সময়। থিসিয়াসও এই মার্শাল আর্ট ব্যবহার করেছিলো মাইনটরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে। এছাড়াও খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের আগে স্পারটান হোপলাইটগণ (ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক সৈনিক) এবং অ্যালেকজান্ডার দ্য গ্রেটের ম্যাসিডোনিয়ান ফ্ল্যাংস সেনারা এই ধরনের মার্শাল আর্ট যুদ্ধে ব্যবহার করতো।

কালারিপায়াতঃ

যদিও অন্যান্য প্রাচীন মার্শাল আর্টের মতো কালারিপায়াত অতটা প্রাচীন নয়, তবুও একে প্রাচীন মার্শাল আর্ট শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ইতিহাস পাওয়া যায় ভারতীয় বৈদিক যুগের প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে। বেদ ছিলো ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন গ্রন্থ, যেটি ছিলো নানারকম জ্ঞানের এক বিশাল আধার। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, কালারিপায়াত সৃষ্টি করেছিলেন পরশুরাম। পরশুরাম ছিলেন হিন্দুধর্মের ঈশ্বর বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। পরশুরাম পৃথিবী থেকে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের হেতু ২১ বার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজাদের নিধন করেন। মহাভারতের কাহিনী থেকে জানা যায়, তিনি পরবর্তীতে একজন অস্ত্রগুরু হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন, শাওলিন কুংফু কালারিপায়াতর দ্বারা প্রভাবিত। কারণ বোধিধর্মা, যিনি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং কালারিপায়াত শিক্ষক, শাওলিন কুংফুর শিক্ষক হিসেবেও পরিচিত।

তাইকিয়নঃ

ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৫০ অব্দের দিকে তাইকিয়ন (Taekkyon) নামক মার্শাল আর্টের উৎপত্তি এবং এর উৎপত্তিস্থল কোরিয়া। প্রাচীন মার্শাল আর্টের মধ্যে

এটিও গণ্য হয়। প্রাচীন এই মার্শাল আর্টের ধারণা পাওয়া যায় গগুরিও (Goguryeo) সাম্রাজ্যের রাজা মুওংচং (Muyongchong) এবং সামসিলচং (Samsilchong) এর সমাধিতে অঙ্কিত চিত্রকর্ম থেকে। আরো ধারণা পাওয়া যায়, গগুরিও সাম্রাজ্যের সময়ে সৈনিকদের মধ্যে এই ধরনের মার্শাল আর্টের প্রচলন ছিলো। পঞ্চদশ শতকের দিকে এই মার্শাল আর্ট খুব পরিচিত লাভ করে এবং সেটি সাম্রাজ্যের মধ্যে একপ্রকার খেলা এবং আনন্দ-বিনোদনের উৎসেও পরিণত হয়। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে এসে মার্শাল আর্ট হিসেবে তাইকিয়ন অতটা সক্রিয়ভাবে আর অনুশীলন করা হতো না। তাইকিয়ন সংরক্ষণ করেছিলেন সং ডুক-কি (Song Duk-ki) নামক একজন ব্যক্তি, যিনি পরবর্তীতে আধুনিক কোরীয়ানদের মধ্যে একে আবার পরিচিত করান। ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে
তাইকিয়ন মার্শাল আর্ট হিসেবে আবার বিখ্যাত হয়ে ওঠে। বর্তমানে কোরিয়ায় এর অনুশীলন করা হয় এখনো।

প্রাচীন মানুষের প্রতিপক্ষকে আক্রমণ এবং আরক্ষায়র নিমিত্তে সৃষ্টি হয়েছিলো মার্শাল আর্টের। পরিবর্তনের ধারায় মার্শাল আর্ট এখন কেবল মানুষের আত্মরক্ষার ভিত্তিই নয়, সেটি হয়েছিলো আধ্যাত্মিক চেতনারও অংশ, হয়েছে বিনোদনের
মাধ্যম।

মার্শাল আর্টের শুরুটা প্রথমত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হলেও সেটি আস্তে আস্তে ধর্মীয় চেতনা এবং বিনোদনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে যুগের পর যুগ ধরে। কিছু মার্শাল আর্ট হারিয়ে গিয়েছে, আবার কিছু টিকে আছে। কিছু মার্শাল আর্ট হয়েছে কোনো জাতির স্বাধীনতার অন্যতম পন্থা।

তবে বর্তমানের মার্শাল আর্ট বলতে মূলত মিশ্র মার্শাল আর্টকেই বোঝানো হয়। মিশ্র মার্শাল আর্ট হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার মৌলিক মার্শাল আর্টের সমন্বয়। যে মাস্টার কারাতে-তে অভিজ্ঞ তিনি রেসলিংয়ে অভিজ্ঞ না-ও হতে পারেন। এখন তাকে যদি রেসলিংয়ে অভিজ্ঞ কোনো মাস্টারের সাথে দ্বন্দ্ব করতে হয় তাহলে সেটা অসম হয়ে যাবে। এর থেকেই মূলত মিশ্র মার্শাল আর্টের সৃষ্টি। এতে করে কোনো একধরনের মার্শাল আর্টের দুর্বল দিকে বিশেষ নজর দিয়ে শক্তিশালী করা যায়।

পৃথিবীতে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার মার্শাল আর্টের অস্তিত্ব থাকলেও এদেরকে কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়।

মার্শাল আর্টের প্রকারভেদঃ

সাধারণত সারাবিশ্বে মার্শাল আর্টের বিভিন্ন প্রকার কলাকৌশল থাকলেও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদেরকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, অস্ত্রসহ (Armed) অথবা অস্ত্রবিহীন (Unarmed), স্ট্যান্ড-আপ স্টাইল বা গ্রাউন্ড ফাইটিং স্টাইল ইত্যাদি। তবে সাধারণ হিসেবে ছয়টি ভাগে এদের ভাগ করা হয়ে থাকে। যেগুলো হলো-

১) স্ট্রাইকিং স্টাইল বা স্ট্যান্ড-আপ স্টাইল যেমন, বক্সিং, কারাতে, ক্রাভ মাগা, কুংফু, কিক-বক্সিং, তাইকুন্ডু ইত্যাদি।

২) গ্রেপিং স্টাইল বা গ্রাউন্ড ফাইটিং স্টাইল যেমন, ব্রাজিলীয় জুজুৎসু, রাশিয়ান সাম্বো, শুটফাইটিং, রেসলিং ইত্যাদি।

৩) থ্রোয়িং স্টাইল বা টেক-ডাউন স্টাইল যেমন, আইকিডো, জুডো, হাপকিডো, শুয়াই জাও ইত্যাদি।

৪) ওয়েপন বেসড স্টাইল যার মধ্যে আছে গতানুগতিক অস্ত্রভিত্তিক (ফেন্সিং, গাটকা, কালি, কেন্ডো সিলামবাম ইত্যাদি) এবং আধুনিক অস্ত্রভিত্তিক (এসক্রিমা, জুগো ডু পাউ, জুকেন্ডো ইত্যাদি)

৫) লো ইম্প্যাক্ট অথবা মেডিয়েটিভ স্টাইল যেমন, বাগুয়াজাং, তাই চাই, চাই গং ইত্যাদি।

৬) মিক্সড মার্শাল আর্টস যেমন, পেনকেক সিলাত (ইন্দোনেশিয়ান মার্শাল আর্ট)

বিবর্তন এবং আধুনিক মার্শাল আর্টঃ

মার্শাল আর্টকে স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুই ভাগেই ভাগ করা হয়; অস্ত্রসহ এবং অস্ত্রবিহীন। অস্ত্রসহ মার্শাল আর্টের মধ্যে আছে আর্চারি (Archery অর্থাৎ, তীর-ধনুক), তলোয়ার পরিচালনা কিংবা বর্শা নিক্ষেপ। আবার অস্ত্রবিহীন যেসব মার্শাল আর্ট প্রচলিত ছিলো, ধারণা করা হয় সেসব চীনে জন্ম নেয়। এসব অস্ত্রহীন মার্শাল আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র হাত-পায়ের সাহায্যে যুদ্ধ করার কৌশল। জাপানে সাধারণত মিলিটারিদের মধ্যে মার্শাল আর্টের প্রচলন ছিলো। তবে সাধারণ মানুষজনও মার্শাল আর্টের প্রতি অনুরক্ত ছিলো।

জাপানের বহুল প্রচলিত মার্শাল আর্ট পরিচিত ছিলো নিনজুৎসু নামে। নিনজা (Ninja) বলতে আমরা যাদের বুঝি মূলত এরা এই নিনজুৎসু টাইপের মার্শাল আর্ট অনুশীলন করে। তবে নিনজাদের অনেকে আততায়ীও মনে করেন। যদিও নিনজুৎসু অনুশীলন করতো প্রাদেশিক জাপানের মিলিটারি গুপ্তচরেরা। এই মার্শাল আর্টের মধ্যে শেখানো হতো গুপ্তবেশ ধারণ করা, পালিয়ে আসার বিভিন্ন পদ্ধতি ইত্যাদি। এমনকি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো ভূগোল, ঔষধি এবং বিস্ফোরক সমূহের জ্ঞান।প্রায় উনবিংশ শতকের দিকে পূর্ব এশিয়ার মার্শাল আর্টের প্রতি পশ্চিমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। যদিও তখন চীনের মার্শাল আর্ট বেশ সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু চীন প্রথমদিকে মার্শাল আর্টের সংস্কৃতিকে তাদের দেশের বাইরে

বের হতে দেয়নি। তবে পরবর্তীতে যখন পশ্চিমাদের সাথে পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়তে থাকে, তখন চীন মার্শাল আর্টকে আর গুপ্ত রাখতে পারেনি। অপর-দিকে পশ্চিমারাও মার্শাল আর্টের গুরুত্ব অনুভব করেছিলো খুব ভালোভাবেই। সেইসময়ে হাতেগোনা কিছু পশ্চিমা মার্শাল আর্টের অনুশীলন করতো। তবে স্রেফ একপ্রকার ব্যায়াম বা দক্ষতা হিসেবে।

এডওয়ার্ড উইলিয়াম বারটন রাইট নামক রেলওয়ের একজন ইঞ্জিনিয়ার জাপানে থাকাকালীন সময়ে জুজুৎসু শেখেন। ধারণা করা হয় যে, তিনিই প্রথম ইউরোপীয় দেশসমূহে এই জুজুৎসু মার্শাল আর্টকে নিয়ে আসেন। তিনি নতুন একপ্রকার মার্শাল আর্টের প্রচলন করেন যার নাম দেন ব্রিটিৎসু। এটি ছিলো জুজুৎসু, জুডো, বক্সিং, স্যাভাট এবং স্টিক ফাইটিং স্টাইলের সমন্বয়। এর ফলে পশ্চিমা দেশগুলোর মিলিটারিরা মার্শাল আর্টের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা চীন, জাপান এবং কোরিয়াতে গিয়ে মার্শাল আর্ট শিখতে শুরু করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উইলিয়াম ফেয়ারবার্নকে নিয়োগ করা হয় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডিয়ান কমান্ডো এবং রেঞ্জার ফোর্সকে জুজুৎসু শেখানোর জন্য। উইলিয়াম ফেয়ারবার্ন ছিলেন সাংহাই পুলিশের একজন অফিসার এবং এশিয়ান ফাইটিং স্টাইলের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

এভাবে আস্তে আস্তে মার্শাল আর্ট ছড়িয়ে পড়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এবং অন্যান্য দেশের মার্শাল আর্টের সাথে মিশে গিয়ে নতুন ধরনের মার্শাল আর্টের জন্ম দিতে থাকে। যেমন জাপানের তে-ইন-ওকিনাওয়া, জুজুৎসু এবং কেনজুৎসু কিংবা কোরিয়ার তাইকিয়ন বা সুবাক অন্যান্য মার্শাল আর্টের সাথে মিশে সৃষ্টি হয় কারাতে, আইকিডো বা তাইকুন্ডুর মতো আধুনিক এবং জনপ্রিয় মার্শাল আর্টের। ১৯৭০ এবং ১৯৮০ সালের দিকে মার্শাল আর্টের প্রতি মিডিয়াও অনেক আকৃষ্ট হয়। এর ফলে মার্শাল আর্টের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়। মার্শাল আর্টের এই জনপ্রিয়তার জন্য এশিয়ান এবং হলিউডের মার্শাল আর্ট সিনেমাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী এবং ব্রুস লি, জ্যাকি চ্যান, কিংবা জেট লির মতো মার্শাল আর্ট অভিনেতারাও ধন্যবাদ পাওয়ার দাবীদার। ১৯৬৪ সালে জুডো এবং ২০০০ সালে তাইকুন্ডু অলিম্পিকের ইভেন্ট হিসেবে যুক্ত হয়। একবিংশ শতকের শুরুর দিকে মিশ্র মার্শাল আর্ট পরিচিত লাভ করতে শুরু করে। মিশ্র মার্শাল আর্ট মানে নানাপ্রকার মার্শাল আর্টের মিশ্রণ। বর্তমান সময়ে অস্ত্রসহ মার্শাল আর্টের বিভিন্ন জাতক, যেমন- কেন্ডো অথবা কিডো (আর্চারি) জনপ্রিয় খেলা হিসেবে অনুশীলন করা হয়। আবার অস্ত্রবিহীন মার্শাল আর্ট যেমন জুডো, সুমো, কারাতে কিংবা তাইকুন্ডুর বিভিন্ন জাতক যেমন- আইকিডো, হাপকিডো অথবা কুংফু মূলত আত্মরক্ষার জন্য অনুশীলন করা হয়। তাই চাই নামক চীনের একটি সহজ মার্শাল আর্ট মূলত অনুশীলন করা হয় একধরনের শারীরিক কসরত হিসেবে। যদিও অনেকে একে প্রকৃত মার্শাল আর্ট হিসেবে মানতে চান না।

ইতিহাসের কয়েকজন বিখ্যাত মার্শাল আর্টিস্ট

মাশাহিকো কিমুরাঃ

কিমুরা (Masahiko Kumura) ছিলেন একজন বিস্ময়কর মার্শাল আর্টিস্ট। মাত্র ছয় বছরের অনুশীলনকে মুলধন করে কিমুরা ১৫ বছর বয়সে ইয়োনড্যান বা চতুর্থ ড্যান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে আটজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে কিমুরা হয়ে উঠেছিলেন সর্বকনিষ্ঠ ফিফথ ডিগ্রী বাকবেল্টধারী। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি সমগ্র জাপানের মুক্ত ভর (Open weight) জুডো বিজয়ী খেতাব লাভ করেন। এই খেতাব তিনি পরবর্তী ১৩ বছর বহন করেছিলেন।

১৮৫১ সালে তিনি বাজিলে একটি জুজুৎসু ম্যাচে হেলিও গ্রেসিয়ে কে পরাজিত করেন। তিনি এমন একটি কৌশলের প্রদর্শন করেন, যেটির কারণে তার প্রতিপক্ষের হাত ভেঙে যায়। তিনি প্রতিপক্ষের আক্রমণের এই যে পাল্টা কৌশল দেখিয়েছিলেন, সেটি পরবর্তীতে তার নামানুসারে কিমুরা কৌশল নামে পরিচিত হয়।

ইপ ম্যানঃ

সিনেমার কল্যাণে ইপ ম্যান (Yip Man) নামের সাথে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত। অনেকে আবার ইপ ম্যান চরিত্রে অভিনয় করা ডনি ইয়েনকেই সত্যিকার ইপ ম্যান মনে করে বসেন। মূলত ইপ ম্যান ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের উইং চুন (Wing chun) এবং উশু (Wushu) নামক চায়নিজ মার্শাল আর্টের মাস্টার। পরবর্তীতে তার ছাত্রেরা চীনের বিভিন্ন প্রান্তে মার্শাল আর্টকে সমৃদ্ধ করেন। ব্রুস লী এবং উইলিয়াম চেং ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম যারা মার্শাল আর্টের সমূহ উন্নতি করেন। তার কিংবদন্তী নিয়েই তৈরী হয়েছে ইপ ম্যান সিনেমা সমূহ।

চাক নরিসঃ

চাক নরিস (Chuck Norris) মূলত ট্যাং সু ডু (Tang soo do) নামক মার্শাল আর্টের উপর প্রশিক্ষণ নেন এবং বাকবেল্ট লাভ করেন। এছাড়াও তিনি তাইকুন্ডু, ব্রাজিলিয়ান জুজুৎসু এবং জুডোর উপর ব্যাকবেল্ট লাভ করেন। তিনি নিজেও নতুন একধরনের মার্শাল আর্টের সূচনা করেন যার নাম তিনি দেন চুন কুক ডু (Chun kuk do)। মাঝারি ওজনের (Medium weight) কারাতে-তে তিনি ছিলেন প্রফেসনাল চ্যাম্পিয়ন। প্রায় ৩০টির মতো টুর্নামেন্ট তিনি জিতেছেন। এছাড়া তিনি অভিনয়ও করেছেন বেশ কিছু সিনেমায়। বিশেষ করে ব্রুস লী-র বিপরীতে মার্শাল আর্ট দৃশ্যে।

জিগোরো কানোঃ

কানো (Jigoro Kano) ছিলেন একজন

জুজুৎসু অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি জুজুৎসু থেকে জুডো নামক মার্শাল আর্টের সৃষ্টি করেন। তার কোদোকান জুডো স্টাইল এখনও বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি জাপানের স্কুলগুলোতে জটিল কলাকৌশলে ভরা মার্শাল আর্ট-কে সরিয়ে জুডোকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

গিচিন ফুনাকোশিঃ

গিচিন ফুনাকোশি (Gichin Funakoshi) ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি কারাতে-তে সর্বোচ্চ উপাধি পঞ্চম ড্যান লাভ করেন। কোনো মানুষের জীবদ্দশায় এর বেশি উপাধি লাভ করা সম্ভব না। তিনি নিজস্ব একপ্রকার মার্শাল আর্টের প্রতিষ্ঠা করেন যেটি শটোকান (Shotokan) নামে পরিচিত। শটোকান বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত কারাতে কৌশল। ফুনাকোশির লেখা "The Twenty Guiding Principles of Karate" কারাতের উপর লেখা তার কারাতে দর্শন। এই ২০টি সূত্রই শটোকান কারাতের মূলভিত্তি।

হেলিও গ্রেসিয়েঃ

হেলিও গ্রেসিয়ে (Helio Gracie) ছিলেন ব্রাজিলিয়ান জুজুৎসুর জনক। তিনি যুবা বয়সে তার অন্যান্য ভাইদের থেকে ছিলেন বেশ দুর্বল। অন্ততপক্ষে কারাতে, জুডো বা তাইকুন্ডু শেখার পক্ষে দুর্বল তো ছিলেন। তাই তিনি নিজেই এসব মার্শাল আর্টকে নিজের মতো করে পরিবর্তিত করে নেন, যেন খুব সবল না হলেও সেই মার্শাল আর্ট অনুশীলন করা যায়। এই পরিবর্তনের ফলাফলই ব্রাজিলিয়ান জুজুৎসু। জীবদ্দশায় তিনি এই মার্শাল আর্টের সাহায্যে বেশ কিছু টুর্নামেন্ট জেতেন। পরবর্তীতে তার ছেলে রয়েস গ্রেসিয়ে এই মার্শাল আর্টের মাধ্যমে আরো উন্নতি করেন।

রয়েস গ্রেসিয়েঃ

রয়েস গ্রেসিয়ে (Royce Gracie) ছিলেন হেলিও গ্রেসিয়ের ছেলে। তিনি তার বাবার সৃষ্টি করা জুজুৎসুর মাধ্যমে পর পর তিনটি আল্টিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশীপ (UFC) টুর্নামেন্ট জেতেন। সেই সময়ে কোন মার্শাল আর্ট শ্রেষ্ঠ, সেটি নিয়ে বেশ তর্ক-বিতর্ক ছিলো। কারাতে, কুংফু, তাইকুন্ডু এবং বক্সিং-কে সেই সময়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হতো। কিন্তু রয়েস গ্রেসিয়ে তিনটি ইউএফসি জিতে এই শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পাল্টে দেন। এভাবে তিনি মিশ্র মার্শাল আর্টকে সবার সাথে পরিচিত করিয়ে দেন। বর্তমানে মিশ্র মার্শাল আর্টই সর্বাধিক প্রচলিত মার্শাল আর্ট।

ব্রুস লীঃ

ব্রুস লী (Bruce Lee) বেশি পরিচিত মূলত তার অভিনয় পেশার জন্য। কিন্তু তার অভিনয়ের মাধ্যমেই তিনি মার্শাল আর্টকে নিয়ে গিয়েছেন অন্য উচ্চতায়। ইউএফসির সভাপতি ডানা হোয়াইটের ভাষ্যমতে ব্রুস লী-ই মিশ্র মার্শাল আর্টের জনক। অনেক উচ্চ পর্যায়ের মার্শাল আর্টিস্ট এবং অভিনেতা লী-কে তাদের অনুপ্রেরণা বলে উলেখ করেন। লী ছিলেন মূলত একজন উইং চুন মার্শাল আর্টে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। একইসাথে তিনি জুডো, জুজুৎসু, বক্সিং এবং ফিলিপিনো মার্শাল আর্টেও দক্ষ ছিলেন। তাকে বলা হয় সর্বকালের সর্বাধিক প্রভাবশালী মার্শাল আর্টিস্ট।

এভাবে বিভিন্ন মার্শাল আর্ট পথিকৃৎদের চেষ্টায় এবং অনুশীলনের মাধ্যমে মিশ্র মার্শাল আর্টের সৃষ্টি হয়েছে। মৌলিক মার্শাল আর্টের থেকে সরে এসে মিশ্র এসব মার্শাল আর্ট এখন জনপ্রিয় হচ্ছে সবার মধ্যে।

■ **আগ্রদূত ডেস্ক**

বিশ্বে প্রথম আরএসভি টিকার অনুমোদন যুক্তরাষ্ট্রে

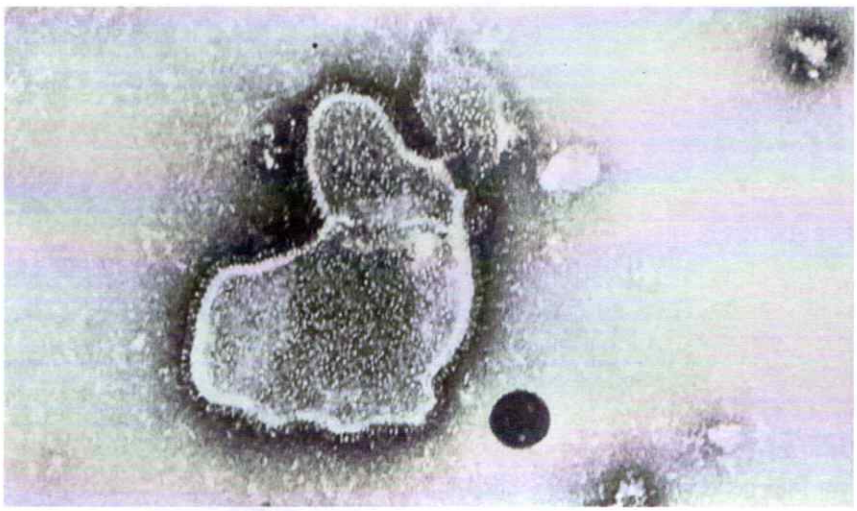

বিশ্বের প্রথম রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস বা আরএসভি ভ্যাকসিনের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শিশুদের মধ্যে শ্বাসতন্ত্রের এ সংক্রমণ বেশি দেখা গেলেও আপাতত বেশি বয়সীদের জন্য এ অনুমতি প্রযোজ্য। খবর লাইভ মিন্ট।

৩ মে ২০২৩, বুধবার জিএসকের আরের্ক্সভি নামের টিকার অনুমোদন দেয় ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)। এ ধরনের আরো কিছু টিকা বর্তমানে কর্তৃপক্ষের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে।

সাধারণত শরতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। নতুন পদক্ষেপের মাধ্যমে সামনের মৌসুমে ৬০ বা বেশি বয়সীরা এই টিকা নিতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। অবশ্য এর আগে জুনে প্রতিষেধকটি নিয়ে আলোচনা করবেন সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) উপদেষ্টারা। তারপরই আসবে সাধারণ মানুষের নাগালে।

ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইনফেকশাস ডিজিজেসের মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. উইলিয়াম শ্যাফনার জানান, বয়স্ক ব্যক্তিদের গুরুতর আরএসভি রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য এটি প্রথম কোনো দুর্দান্ড় পদক্ষেপ। এর ধারাবাহিকতায় অন্য বয়সীদের জন্যও তারা কাজ করতে যাচ্ছেন।
উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুরা আরএসভি মৌসুমে প্রতিরক্ষামূলক মাসিক ডোজ নিলেও এখন পর্যন্ড় সরাসরি কোনো ভ্যাকসিন নেই। ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রকরাও এ ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামূলক ডোজের বিকল্প অনুমোদন করেছে।
সানোফি ও অ্যাস্ট্রাজেনেকার এক ডোজের ওষুধকেও বিবেচনায় রেখেছে এফডিএ।
এক সময় গ্যাক্সোস্মিথক্লেইন নামে পরিচিত ছিল জেএসকে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিদ্বন্দ্বী ফাইজারের একটি টিকা এফডিএর বিবেচনায় রয়েছে। তারা গর্ভবতীদের টিকা দেয়ার অনুমোদন চাইছে। এর মধ্যে বাচ্চারা কিছু পরিমাণ সুরক্ষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে।
সিডিসি অনুসারে, এটি প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৫ বছরের কম বয়সী ১০০ থেকে ৩০০ শিশু আরএসভিতে আক্রান্ড় হয়ে মারা যায়। ৬৫ বছরের বয়সীদের ক্ষেত্রে এ হার ছয় হাজার থেকে ১০ হাজার। হাসপাতালে ভর্তি হন ৬০ হাজার থেকে এক লাখ ২০ হাজার প্রবীণ।
গুরুতর পর্যায়ে এই ভাইরাস ব্রঙ্কিওলাইটিস সৃষ্টি করতে পারে। এর কারণে ফুসফুসে প্রদাহ হয় ও শ্বাস কষ্টে ভোগেন রোগী।

শিশুরা আরএসভিতে আক্রান্ড় হলে নাক বন্ধ বা সর্দি নিয়ে লক্ষণ শুরু হয়। সঙ্গে শুকনো কাশি, জ্বর ও কখনো কখনো শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে পারে। বেশির ভাগ শিশুর জন্য রোগীটি গুরুতর নয়। সাধারণ প্যারাসিটামল বা আইবুপ্রোফেন জাতীয় ওষুধের মাধ্যমে বাড়িতে চিকিৎসা নেয়া যায়।

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

কেন নিবেন জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভ্যাক্সিন ?

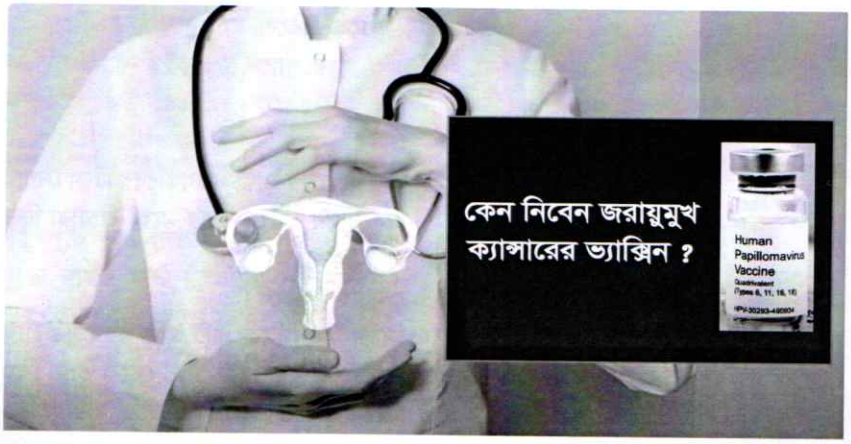

বর্তমানে মেয়েদের একটি কমন সমস্যা হল এই জরায়ুমুখ ক্যান্সার। জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভয়াবহতা ও এর প্রতিরোধক টিকা (ভ্যাক্সি) সম্পর্কে সবার জানা জর"রী। কারন সারা পৃথিবীতে মেয়েদের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর কারণ হিসাবে জরায়ু ক্যান্সারের অবস্থান ৪র্থ। জরায়ুমুখ ক্যান্সারের কারণ হিসেবে দায়ী করা হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (ঐচঠ)-কে। বলা হয়ে থাকে,
প্রতিটা মেয়ের হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (ঐচঠ) দিয়ে
ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা সারা জীবনে প্রায় ৮০ শতাংশ। মরণঘাতি এই ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্যই বের হয়েছে জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভ্যাক্সি। ভ্যাক্সি নেয়ার মাধ্যমে জরায়ুমুখের ক্যান্সার (ঈবৎারপধষ পধহপবৎ) প্রায় শতভাগ প্রতিরোধ করা যায়।

এই টিকার প্রথম ব্যবহার শুর" হয় অস্ট্রেলিয়াতে ২০০৭ সালে। ২০১৩ সালে টঝ ঋউঅ এর অনুমতি দেন। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের ১৬ ও ১৮ নাম্বার স্ট্রেইনের বির"দ্ধে এই ভ্যাক্সি বানানো হয়েছে। ০, ১, ৬ মাস হচ্ছে এই
ভ্যাক্সিনের ডোজ শিডিউল। অর্থাৎ প্রথম ডোজ দেয়ার একমাস পর দ্বিতীয় ডোজ এবং প্রথম ডোজের ৬ মাস পরে তৃতীয় ডোজ দিতে হবে। ভ্যাক্সিনের দাম ডোজ প্রতি প্রায় দুই হাজার টাকা।

জরায়ু মুখ ক্যান্সারের ভ্যাক্সি খুবই কার্যকর। ৩
ডোজের এই ভ্যাক্সি দেয়ার আদর্শ সময়কাল হচ্ছে বয়স যখন ১১ থেকে ১২ বছর। এই ভ্যাক্সি অবশ্যই লাইফের প্রথম ইন্টারকোর্স বা যৌন মিলনের আগেই দিতে হবে। কারন ওই বয়সে সাধারণত শরীর তুলনামূলক ইনফেকশন ফ্রি বা
জীবাণুমুক্ত থাকে।

বিবাহিতরা ভ্যাক্সি দিতে চাইলে ঢ়ধঢ় ংসবধৎ নামক টেস্ট করে ঐচঠ রহভবপ-ঃরড়হ আছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। আরেকটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, জরায়ু
ক্যান্সারের টিকা জরায়ুতে নয় বরং হাতে দেয়া হয়। ভ্যাক্সি নেয়ার মাধ্যমে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রায় শতভাগ প্রতিরোধ করা যায়। অনেকেই প্রশ্ন করেন, ৩ মাসের গর্ভবতী (প্রেগন্যান্ট) মা কি জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভ্যাক্সি দিতে পারবে? উত্তর
হচ্ছে, অবশ্যই দেয়া যাবে না। কেননা গর্ভাবস্থায় এই ভ্যাক্সি দিলে মা ও জরায়ুর বাচ্চার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। মজার বিষয় হচ্ছে, এই ভ্যাক্সি পুর"ষদেরও দেয়া যায়।

পুর"ষ সঙ্গী ভ্যাক্সি নিলে তার পার্টনার বা স্ত্রীর জরায়ু ক্যান্সার
হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। শুধুমাত্র ভ্যাক্সি নয়, গবেষণায় দেখা গেছে পুর"ষ সঙ্গীর সুন্নতে খাৎনা (পরৎপঁসপরংরড়হ) করা থাকলেও মহিলাদের জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ড় হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

মনে রাখতে হবে, এই ভ্যাক্সি
হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (ঐচঠ)-এর ইনফেকশন ও ক্যান্সার সারায় না। বরং ভাইরাস দ্বারা ইনফেকশন হওয়া প্রতিরোধ করে। অর্থাৎ ইনফেকশন হতে দেয় না। তাই ইনফেকশন হওয়ার আগেই জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভ্যাক্সি দেয়া
জর"রী। কেননা, এই ভ্যাক্সি ভয়ংকর ও প্রাণঘাতি ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাকে শূণ্যের কোঠায় নিয়ে আসে।

তথ্যসূত্রঃ সুস্থ ২৪

■ অগ্রদূত ডেস্ক

খুলনা অঞ্চলে "শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড" বিতরণ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগের পরিচালনা এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চলের আয়োজনে খুলনা আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলের হাট যশোরে,১৯ মে ২০২৩ তারিখে "শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড" বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব এম এম ফজলুল হক আরিফ, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব উনুচিং, আঞ্চলিক কমিশনার, আঞ্চলিক পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের, খুলনা অঞ্চল ও অঞ্চলের আওতাধীন জেলাসমূহের স্কাউট নেতৃবৃন্দ, কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট এবং অবিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুরে স্কাউটিং বিষয়ক গবেষণা ও মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলার ব্যবস্থাপনায় ২০ মে ২০২৩ জেলার জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক মোঃ মামুনুর রশীদ। দিনাজপুর জেলা স্কাউটসের কমিশনার মোঃ মাতলুবুল মামুন এর সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন স্কাউটসের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ লোকমান হাকিম, দিনাজপুর আঞ্চলিক স্কাউটসের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুর রশিদ, জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বুনু বিশ্বাস, জেলা স্কাউটস সম্পাদক মোঃ আনিসুজ্জামান মিলন প্রমুখ।

ওয়ার্কশপে স্কাউটিংয়ে গবেষণা মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা, জেলা-উপজেলার সহকারী স্কাউট কমিশনার, কাব লিডার ও স্কাউট লিডারদের নিয়োগ ও কার্যপরিধি, বেসিক কোর্স পরবর্তি দল গঠনের কর্মকৌশল নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে স্কাউটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণদান বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে কর্মকৌশল নির্ধারণে ওয়ার্কশপে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। এতে রিসোর্স পারসন হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটসের উপ প্রকল্প পরিচালক কাব স্কাউটিং মোঃ মামুনুর রশীদ ও দিনাজপুর অঞ্চলের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুর রশিদ বিভিন্ন সেশন উপস্থাপন করেন। দিনব্যাপী আয়োজিত ওয়ার্কশপে স্টাফসহ বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে ৬০ জন স্কাউটার অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ প্রেরক:
রেজওয়ান হোসেন সুমন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, দিনাজপুর।

সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে

বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের ব্যাবস্থাপনায় দিনব্যাপী জেলা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ ও স্কাউটিং সম্প্রসারণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০ মে ২০২৩ সকাল ৯টায় বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের আয়োজনে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ শিক্ষক মিলনায়তন হল রুমে দিনব্যাপী জেলা মাল্টিপারপার্স ওয়ার্কশপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের কমিশনার ও কোর্স পরিচালক প্রফেসর মোঃ আমিনুল ইসলাম (এলটি) এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী জেলা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ ও স্কাউটিং সম্প্রসারণ বিষয়ক মতবিনিময় সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সিরাজগঞ্জ ও সহ-সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার জনাব গনপতি রায় ।

এ সময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন জামিরতা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ হায়দার আলী, বাংলাদেশ বেসরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি সাধারন সম্পাদক মোঃ ইকবাল বাহার, ও সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার মোঃ সাইফুল ইসলাম সরকার ও সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন (প্রিন্স) প্রমূখ।

সভাপতির অনুমতিক্রমে জেলা রোভারের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা পাঠ করেন জেলা রোভার সম্পাদক মোঃ সামসুল হক (এলটি)। জেলা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে বিগত বছরের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা, ২০২৩ - ২০২৪ সালের জেলা রোভারের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, সংগঠন, সমাজ উন্নয়ন ও গার্ল ইন স্কাউটিংসহ অন্যান্য বিভাগের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন এবং ২০২৩ -২০২৪ সালের প্রশিক্ষণ, প্রোগ্রাম, সংগঠন সমাজ উন্নয়ন ও গার্লইন স্কাউটিংসহ অন্যান্য বিভাগের ক্যালেন্ডার পেশ ও চুড়ান্ত করা হয়। ওয়ার্কশপ সুপারিশমালা পেশ করেন সম্পাদক জেলা রোভার মোঃ সামসুল হক (এলটি)। ওয়ার্কশপে সভাপতি সকল সদস্য কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। রেজিষ্টেশন কার্যক্রম পরিচালনা করেন, মোঃ আব্দুল আলীম, ও মোঃ হোসেন আলী (ছোট্ট) ও হাদিসুর রহমান।

সংবাদ প্রেরক:
মোঃ হোসেন আলী (ছোট্ট)
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স অনুষ্ঠিত

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে স্কাউট প্রশিক্ষণদান বিষয়ক মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস গংগাচড়া উপজেলার আয়োজনে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স ২২ মে ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলা পরিষদ হল রুম ও গংগাচড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে এ দুইটি কোর্স আয়োজন করা হয়। কোর্সে স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বিপির জীবনী ও স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস, স্কাউটিংয়ের মৌলিক বিষয়সমূহ, স্কাউটের সাংগঠনিক কাঠামো, কাব, স্কাউট ও রোভার শাখার প্রোগ্রামসমূহ, প্যাক ও ট্রুপ মিটিং ইত্যাদি বিষয়ে সেশন উপস্থাপন করা হয়। দিনব্যাপী আয়োজিত এ ওরিয়েন্টশন কোর্সে আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মুক্তালাল রায় ঈশোর, স্কাউটসের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ মাহবুবুল আলম প্রামানিক, আঞ্চলিক সম্পাদক মোঃ আবু সাঈদ, আঞ্চলিক উপ পরিচালক মোঃ আব্দুর রশিদ, রংপুরে কর্মরত স্কাউটসের সহকারী পরিচালক সুধীর চন্দ্র বর্মণ, রংপুর জেলা সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহিম, স্কাউট-ার মোঃ মশিয়ার রহমান, স্কাউটার মোঃ মোর্শেদ সারওয়ার জুয়েল, স্কাউটার মোঃ রেয়াজুল ইসলাম ও স্কাউটার শফিয়ার মোঃ জাকিউল আলম স্বপন প্রমুখ।

সকালে কোর্সের উদ্বোধন করেন গংগাচড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি নাহিদ তামান্না। বিকেলে কোর্সের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন গংগাচড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ রুহুল আমিন। এসময় উপজেলা শিক্ষা অফিসার নাগমা সিলভিয়া খান, উপজেলা স্কাউটস কমিশনার মোঃ মতিয়ার রহমান ও উপজেলা সম্পাদক মোঃ আবুল কাশেম উপস্থিত ছিলেন। কোর্স দুটিতে গংগাচড়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ প্রেরক:
রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি, রংপুর ও
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, রংপুর।

দিনাজপুরে আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

স্মার্ট বাংলাদেশের বাস্তবায়ন, প্রধান-মন্ত্রীর অনুশাসন" থীমে দিনাজপুর আঞ্চলিক স্কাউটস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দশমাইলে ২৫-২৭ মে ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ১৫ তম আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ মে ২০২৩ ওয়ার্কশপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান। দিনাজপুর আঞ্চলিক স্কাউটসের সহ সভাপতি মোঃ জালাল উদ্দীন এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী পর্বে সাবেক আঞ্চলিক কমিশনার মোঃ আখত-ারুজ্জামান, আঞ্চলিক কোষাধ্যক্ষ মোঃ মনজুরুল হক, উপ পরিচালক মোঃ আব্দুর রশিদ, সম্পাদক মোঃ আবু সাঈদ, স্কাউটসের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ লোকমান হাকিম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনকালে জাতীয়,কমিশনার আতিকুজ্জামান বলেন, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে চাই বর্তমানের স্মার্ট ইয়ূথ। স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের যুব সম্প্রদায় ভবিষ্যত্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দক্ষ সেনানী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব"। এজন্য, তিনি নিয়মিত প্যাক, ট্রুপ ও ক্রু মিটিং আয়োজনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ও রংপুরের সহকারী পরিচালক সুধীর চন্দ্র বর্মন।

এবারের আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে ২০২২-২০২৩ বছরের গৃহিত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ আগামি বছরের স্কাউট কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার তৈরী করা হবে। এছাড়াও রংপুর বিভাগে স্কাউটসের সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা, কার্যকর প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্কাউট সম্প্রসারণ বিষয়ক নির্দেশনার আলোকে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের নির্দেশনা প্রতিপালন, সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে স্কাউটিংয়ের প্রচার ও ব্র্যান্ডিংয়ের কৌশল নির্ধারণ, সেফ ফর্ম হার্ম পলিসি বাস্তবায়ন, কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে স্কাউটিং কার্যক্রম চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সেশন উপস্থাপন ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের এ ওয়ার্কশপে রংপুর বিভাগের আট জেলা থেকে ৫০ জন স্কাউটার অংশগ্রহণ করে। ওয়ার্কশপটি ২৭ মে ২০২৩ সুপারিশমালা প্রণয়নের মাধ্যমে শেষ হয়।

সংবাদ প্রেরক:
রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি,
রংপুর ও
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, রংপুর।

সিরাজগঞ্জে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে রোভার স্কাউট শাখায় ৩টিতেই বিজয়ী সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৩-এ জেলা পর্যায়ে রোভার শাখায় তিনটি ইভেন্টের মধ্যে তিনটিতেই সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ প্রথম স্থান অধিকার করেছে। শ্রেষ্ঠ রোভার স্কাউট শিক্ষক হিসেবে মোঃ আবুল কাশেম আজাদ এবং শ্রেষ্ঠ রোভার হয়েছেন মোঃ নইমুল হাসান ও শ্রেষ্ঠ রোভার গ্রুপ হিসেবে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ নির্বাচিত হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় এর এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়। স্থানীয় সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর টি. এম. সোহেল। জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি চুল ছেঁড়া বিশ্লেষণ করে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। রোভার শিক্ষক মোঃ আবুল কাশেম আজাদ রোভার স্কাউট আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে প্রতি সপ্তাহে রোভার ডেনে ক্রু - মিটিংয়ে ৬০ থেকে ৯০ মিনিট পর্যন্ত মুক্ত অংগনে ও রোভার ডেনে ক্লাস পরিচালনা করায় এবং স্কাউট আন্দোলনের সাথে রোভারিংয়ের বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা যোগ্যতা ও রোভার শাখায় শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সহযোগিতার প্রবণতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শৃংখলাবোধসহ পেশাগত দায়িত্ব নানাবিধ বিষয় বিবেচনা করে রোভার শাখায় ১৯৯৯ সালে উডব্যাজ পার্চমেন্ট অর্জন করেন। এছাড়াও গত বছর তিনি জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২২ সালে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ রোভার শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন। অপরদিকে মোঃ নইমুল হাসান স্কাউট আন্দোলনের প্রবেশ ঘটে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলে যোগদান করে বিএল সরকারী স্কুলে পরবর্তীতে ভর্তি হয়ে গত ২০১৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্কাউট শাখায় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্যাম্প, জাম্বুরী ও মুটে কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ প্রেরক:
মোঃ হোসেন আলী
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ।

দিনাজপুর ও রংপুর জেলার রোভারদের নিয়ে লাইফ স্কীল কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে দিনাজপুর আঞ্চলিক স্কাউটসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দশমাইলে ২৯-৩১ মে ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে লাইফ স্কীল বেইজড এডুকেশন কোর্স। ২৯ মে বিকেলে কোর্সের উদ্বোধন করেন কোর্স লিডার ও দিনাজপুর অঞ্চলের সাবেক কমিশনার মোঃ আখতারুজ্জামান, এএলটি। বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুর রশিদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোর্সের মাষ্টার ট্রেইনার মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ মোঃ আল মামুন, রংপুর- গাইবান্ধা জেলার সহকারী সুধীর চন্দ্র বর্মণ, দিনাজপুর জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখারুল আনাম প্রমুখ। কোর্সে টাইম ম্যানেজমেন্ট, বয়ঃসন্ধি কালের করণীয়, হি ফর সী, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট, বেটার ওয়াল্ড ফ্রেমওয়ার্ক, কার্যকর যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়। এই কোর্সে রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১২ জন গার্ল-ইন রোভার স্কাউট ও ২৮ জন রোভার স্কাউটসহ ৪০ জন অংশগ্রহণ করে।

সংবাদ প্রেরক:
রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি, রংপুর ও
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, রংপুর।

রংপুর জেলা রোভারের সিনিয়র রোভারমেট মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের গতিশীলতা ধরে রাখতে এবং জেলা রোভারের আওতাধীন সকল ইউনিটের স্কাউটিং কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষে নিয়মিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১০মে বুধবার বিকেলে রংপুর সরকারি কলেজ এ জেলা রোভারের আওতাধীন সকল ইউনিটের সিনিয়র রোভারমেটদের অংশগ্রহণে মে মাসের জেলা সিনিয়র রোভার মেট মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন এর সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় জেলার বিভিন্ন ইউনিটের রোভার স্কাউটিং কার্যক্রমের অগ্রগতি সহ ইউনিট পর্যায়ে স্কাউটিং কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে সুপারিশ মালা প্রনয়ণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সিনিয়র রোভারমেটদের অংশগ্রহণে জেলা রোভারের ২০২২-২০২৩ ক্যালেন্ডারের প্রণীত প্রোগ্রাম অনুযায়ী মাসিক মডেল ক্রু-মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের আওতাধীন রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের নব-নির্বাচিত সিনিয়র রোভারমেট মোঃ সিরাজুল ইসলাম সৈকত, সিনিয়র রোভারমেট আল শাহরিয়ার সৌরভ, গার্ল-ইন সিনিয়র রোভারমেট জান্নাতুল ফেরদৌস শিখা, এবং ব্রাদার হুড ওপেন স্কাউট গ্রুপের নব-নির্বাচিত সিনিয়র রোভার মেট মোঃ রোহানুজ্জামান রোহান ও প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপের নব-নির্বাচিত সিনিয়র রোভার মেট আকাশ চন্দ্র কে জেলা রোভারের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সংবাদ প্রেরক:
রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি, রংপুর ও
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, রংপুর।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এসময় অধিক সতর্ক থাকুন।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে।
- অফিস, ঘর ও আশেপাশে পানি জমতে দিবেন না। যে কোন পাত্রে জমিয়ে রাখা / জমে থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মশারী ব্যবহার করুন।

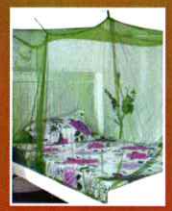

ডেঙ্গু প্রতিকারে করণীয়

- তীব্র জ্বর, মাথাব্যাথা ও মাংসপেশীতে ব্যাথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিক কালে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে।
- জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যাথানাশক ঔষধ খাওয়া বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান।
- জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ও ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন।
- জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

জনস্বার্থে: জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিস বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

DGHS.MOH&FW BANGLADESH

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

World Health Organization Bangladesh

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 67 Issue 5, May-2023

Editor: Md Abdul Haque, Published by Unue Ching, Executive Director (Additional Charge) on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Sristy Printing and Packaging, Purana Paltan, Dhaka-1000